AS-SUNNAI
Health Care

শামসুল মাআরিফ

কেন এই কিতাব কুফর — দলিলসহ

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাব্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: শামসুল মাআরিফ – এ তো কুফর

১ নিশ্চয়ই এটি কুফর — শামসুল মাআরিফ ৬

২ ফতোয়াসমূহ ও যাঁরা এই কিতাবের সংস্পর্শে এসেছেন — তাঁদের ঘটনা ১৭

৩ শামসুল মাআরিফ নিয়ে ইন্টারনেটে বর্ণিত ঘটনাবলি (শেষাংশ) ৩০

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৪০

..... ৪১

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৪২

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«إنه كفر شمس المعارف»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

শামসুল মাআরিফ – এ তো কুফর

১ নিশ্চয়ই এটি কুফর — শামসুল মাআরিফ

২ ফতোয়াসমূহ ও যাঁরা এই কিতাবের সংস্পর্শে এসেছেন — তাঁদের ঘটনা

৩ শামসুল মাআরিফ নিয়ে ইন্টারনেটে বর্ণিত ঘটনাবলি (শেষাংশ)

AS-SUNNAH Health Care

www.assunnahealth.com

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

নিশ্চয়ই এটি কুফর – শামসুল মাআরিফ

ভূমিকা, ইলমের উৎস এবং শামসুল মাআরিফ গ্রন্থ ও তার লেখকের পরিচয়

গ্রন্থমালা: নিরাপদ চিকিৎসা-গ্রন্থমালা: দেহ ও আত্মার আরোগ্যে (৩) সিরিজের মূল নাম: سلسلة العلاج المباح في شفاء الأجساد والأرواح (٣)

গ্রন্থের নাম: إنه كفر شمس المعارف — "নিশ্চয়ই এটি কুফর: শামসুল মাআরিফ"

রচনা: শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৩ হিজরি

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর অনুগ্রহসমূহের জন্য; আর শুকরিয়া তাঁরই, তাঁর নিআমতসমূহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর জমিনে ও তাঁর আসমানে তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল — তিনি আমাদের কাছে এসেছেন তাওহীদ নিয়ে এবং পরাক্রমশালী, প্রশংসিত সত্তার বাণী নিয়ে। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি অজস্র দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। অতঃপর:

আমরা জ্ঞানের পর আবার মূর্খতায় ফিরে গেছি, তাওহীদ বোঝা ও তা বাস্তবায়ন করার পর আবার নতুন করে শিরক ও জাদুর থাবার ভেতরে ফিরে গেছি। কারণ জাদুর সেই কিতাবগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, যেগুলো পড়া, হাতবদল করা ও সেগুলোর উপর আমল করা থেকে বড় বড় আলিমগণ সতর্ক করেছিলেন। সেগুলো ফিরে এসেছে — ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে সহজলভ্য হয়ে। ফলে আপনি এমন এক উম্মতকে দেখতে পাবেন, যারা বছরের পর বছর বেঁচে থেকেছে অথচ স্রষ্টার তাওহীদ শেখার সৌভাগ্য ও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি — এমন এক উম্মত, যে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না।

আমার মুসলিম ভাইদের প্রতি মমতার কারণে — যেন তাঁরা শিরক ও জাদুর কিতাবের ফাঁদে না পড়েন; আর বহু মানুষের এই কৌতূহলের কারণে যে, তারা সবকিছু জানতে চায় যদিও তা নিষিদ্ধ, যদিও তা হারাম; আর অনেকের এই আগ্রহের কারণে যে, আলিমগণ যেসব কিতাব দেখা থেকে সতর্ক করেছেন সেগুলোই তারা দেখতে চায়; আর নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণায় সাড়া দিয়ে জাদুর কিতাব পড়ার উপর জেদ ধরে বসে থাকার কারণে — তাতে ভালো কী মন্দ কী আছে তা জানার জন্য, এবং এসব কিতাব সম্পর্কে, সেগুলো সংগ্রহ করা ও সেগুলোর উপর আমল করা সম্পর্কে আলিমগণের হুকুমের দলিলগুলো জানার আগ্রহে — বিশেষত এ কারণে যে, এমন লোকও আছে যারা মুখ ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, এগুলো উপকারী কিতাব, এতে গোপন রহস্য আছে, এতে মহান জ্ঞান আছে, এগুলো জাদু নয়, বরং এগুলো নির্ভেজাল হালাল —

এই সবকিছুর কারণে আমি চেয়েছি পাঠকের হাতে এমন একটি পুস্তিকা তুলে দিতে, যা তাকে এ ধরনের কিতাবের দিকে তাকানোর বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কেননা এসব কিতাবের পাঠক চোখের পলকে পড়ে যেতে পারে, অথচ সে টেরও পাবে না যে তার অন্তর উল্টে গেছে, তার চিন্তা বদলে গেছে, তার নফস এই কুফর ও শিরককে সুন্দর মনে করতে শুরু করেছে এবং তার শয়তান তা তার সামনে সাজিয়ে দিয়েছে। ফলে বেচারা সেখানেই পড়ে যায়, যেখানে

তার চেয়েও সতর্ক লোক পড়েছে — সমান তালেই — তা ভালো মনে করার কারণে এবং শয়তানের দেওয়া টোপের স্বাদ চেখে দেখার কারণে; একের পর এক টোপ, যতক্ষণ না সে তার বড়শি ও জালে আটকে যায়। তখন সে আর সেই কাদা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় পারেই না, যাকে সে মুক্তা ও কস্তুরী বলে দেখছে।

অথবা কেবল সেটি দেখা কিংবা পরখ করে দেখার কারণেই শয়তানদের আধিপত্যের শিকার হয়ে যেতে পারে। কতজন যে এতে পড়েছে, কতজন যে ধ্বংস হয়েছে, আর কতজন যে একজন তাওহীদপন্থী থেকে জাদুকরে পরিণত হয়েছে! এ বিষয়ে ঘটনার সংখ্যা অনেক।

— খালিদ আল-হিবশী

প্রথমত: আমরা কোথা থেকে ইলম নেব, আর কোন উৎস থেকে গ্রহণ করব – তাওহীদ ও ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে যা চান তা?

কুরআন থেকে:

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা আল-মায়িদা — ৩]

হাফিয ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেছেন:

> "এটিই এই উম্মতের উপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিআমত — যেখানে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিয়েছেন। ফলে তাদের এ ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনের প্রয়োজন নেই, তাদের নবী ছাড়া অন্য কোনো নবীরও প্রয়োজন নেই — আল্লাহর দরূদ ও সালাম তাঁর উপর। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বশেষ নবী বানিয়েছেন এবং মানুষ ও জিন উভয়ের কাছে তাঁকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি যা হালাল করেছেন তা ছাড়া কোনো হালাল নেই, তিনি যা হারাম করেছেন তা ছাড়া কোনো হারাম নেই, তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা ছাড়া কোনো দ্বীন নেই। আর তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবই সত্য ও যথার্থ; তাতে কোনো মিথ্যা নেই, কোনো ব্যত্যয় নেই।"

তিনি আরও বলেছেন — যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا }

"আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণ হয়েছে।" [সূরা আল-আনআম — ১১৫]

"অর্থাৎ সংবাদের ক্ষেত্রে সত্য এবং আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে ন্যায়। সুতরাং যখন তিনি তাদের জন্য দ্বীন পূর্ণ করে দিলেন, তখন তাদের উপর নিআমতও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:"

{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا }

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা আল-মায়িদা — ৩]

"অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জন্য একে পছন্দ করে নাও। কেননা এটিই সেই দ্বীন, যা আল্লাহ ভালোবেসেছেন ও পছন্দ করেছেন, যা দিয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যার সাথে তিনি তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন।" — সমাপ্ত।

সুতরাং আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ, এতে কোনো বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। এর দ্বারাই আমরা মুখাপেক্ষিহীন হয়ে যাই — আহলুল কালাম, দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রবিদদের আকীদা থেকে, বিদআতপন্থী ও প্রবৃত্তিপরায়ণদের নতুন উদ্ভাবন থেকে, এবং পাশ্চাত্যের বিধিব্যবস্থা থেকে।

সুন্নাহ থেকে:

ইরবায ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের এমন এক মর্মস্পর্শী উপদেশ দিলেন যাতে চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তর কেঁপে উঠল। তখন একজন বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এ তো যেন বিদায়ী উপদেশ; তাহলে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন:

"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ

الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

"আমি তোমাদের আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি, এবং শোনা ও আনুগত্যের — যদিও (তোমাদের শাসক) একজন হাবশী গোলাম হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আঁকড়ে ধরবে আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহ — তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকো। আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকো; কেননা প্রতিটি নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী প্রমুখ; এর সনদ সহীহ।

সাহাবীগণের বাণী থেকে:

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

((اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا: فَقَدْ كُفِيتُمْ))

"তোমরা অনুসরণ করো, নতুন কিছু উদ্ভাবন কোরো না; কেননা তোমাদের জন্য যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

আর ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বাণী:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً))

"প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো মনে করে।"

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আরও বলেছেন:

" من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه

ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم "

"যে ব্যক্তি কারও আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ। তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি — অন্তরে সবচেয়ে পবিত্র, ইলমে সবচেয়ে গভীর এবং কৃত্রিমতায় সবচেয়ে কম। তাঁরা এমন এক দল, যাঁদের আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র ও তাঁদের পথের অনুসরণ করো; তাঁরাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবী, তাঁরা ছিলেন সরল হিদায়াতের উপর।"

এটি বর্ণনা করেছেন আবু নুআইম "আল-হিলইয়া"-তে (১/৩০৫–৩০৬), এবং এর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন বাগাভী (১/২১৪) ইবনে মাসউদ থেকে।

রব্বানী আলিমগণের বাণী থেকে:

দারুল হিজরার ইমাম — ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন, যখন তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ সোনালি বাক্যটি বলেছিলেন। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ইসলামে এমন কোনো বিদআত উদ্ভাবন করল যাকে সে ভালো মনে করে, সে তো ধারণা করল যে মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের খিয়ানত করেছেন — অথচ তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তোমরা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার এই বাণী পড়ো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা আল-মায়িদা: ৩]

মালিক বলেন: সুতরাং সেদিন যা দ্বীন ছিল না — অর্থাৎ যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হতো না — তা আজও দ্বীন হতে পারে না। আর এ উম্মতের শেষ প্রজন্ম সংশোধিত হবে না, যা দিয়ে এর প্রথম প্রজন্ম সংশোধিত হয়েছিল তা ছাড়া।

ইলমের উৎস: চার ধাপের দলিল

১ **কুরআন**
আল-মায়িদা ৩: দ্বীন পূর্ণ, নিআমত সম্পূর্ণ

২ **সুন্নাহ**
আমার ও খলিফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো; বিদআত ভ্রষ্টতা

৩ **সাহাবীগণ**
অনুসরণ করো, নতুন কিছু উদ্ভাবন কোরো না

৪ **রব্বানী আলিম**
সেদিন যা দ্বীন ছিল না, আজও দ্বীন নয়

ইবনে কাসীর, ইরবায ইবনে সারিয়াহ, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও ইমাম মালিকের উদ্ধৃতি সহ

দ্বিতীয়ত: অন্যান্য উৎসের ব্যাপারে মুমিনের অবস্থান কী?

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার ব্যাপারে তাওহীদপন্থী মুমিন আল্লাহর ইবাদত কেবল সেভাবেই করে যেভাবে তিনি বিধান দিয়েছেন; কোনো ইবাদতমূলক কাজ সে করে না, যতক্ষণ না তার পক্ষে শরীয়তের দলিল থাকে — যা নিয়ে এসেছেন মুস্তাফা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সে এমন কিছু গ্রহণ করে না, মেনে নেয় না, এবং এমন কোনো কথা সত্য বলে মানে না যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর সম্মানিত নবীর সুন্নাহর বিরোধী। সুতরাং নবী আলাইহি আফদালুস সালাতি ওয়াত তাসলীম যা নিয়ে এসেছেন, তার বিরোধী যে কোনো উৎসই প্রত্যাখ্যাত ও নিষিদ্ধ।

মুমিনের অবস্থান: অন্যান্য উৎসে

করুন	করবেন না
✓ ইবাদত কেবল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী	✗ কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী কিছু গ্রহণ করা
✓ ইবাদতমূলক কাজে শরীয়তের দলিল থাকা	✗ কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী কথা সত্য মানা

নবী যা নিয়ে এসেছেন, তার বিরোধী যে কোনো উৎস প্রত্যাখ্যাত ও নিষিদ্ধ

আর আমাদের এই রিসালার বিষয়বস্তু হলো সেসব উৎসেরই একটি, যেগুলোকে কিছু মুসলিম উপকারী ও ফলপ্রসূ মনে করে; অথচ সেগুলো আল্লাহর কিতাবে যা এসেছে এবং আল্লাহর রাসূল আলাইহি আফদালুস সালাতি ওয়াত তাসলীম-এর জবানে যা এসেছে তার বিরোধী। এই কিতাব — যার নাম "শামসুল মাআরিফ" — অন্যান্য জাদুর কিতাবের মতোই, যা তার ভাঁজে ভাঁজে বহন করে সুস্পষ্ট কুফর এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন। আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা তা-ই স্পষ্ট করব — যা পাপিষ্ঠ হাতগুলো লিখে গেছে এবং রুগ্ণ মস্তিষ্কগুলো গ্রহণ করেছে।

তৃতীয়ত: "শামসুল মাআরিফিল কুবরা" গ্রন্থ ও তার লেখকের পরিচয়

"শামসুল মাআরিফিল কুবরা", অথবা "শামসুল মাআরিফ ওয়া লাতাইফুল আওয়ারিফ" — এটি শিরকি জাদু-কর্মের একটি পাণ্ডুলিপি, যার রচয়িতা আহমাদ আলী আল-বূনী, মৃত্যু ৬২২ হিজরি। এই শাইখ বূনী রূহানিয়্যাত, জাদু, রমল ও এ জাতীয় বিষয়ে আগ্রহীদের কাছে সুপরিচিত; এ ময়দানে তার একাধিক রচনা রয়েছে।

গ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন

- ★ শামসুল মাআরিফিল কুবরা — শিরকি জাদু-কর্মের পাণ্ডুলিপি
- ★ রচয়িতা আহমাদ আলী আল-বূনী, মৃত্যু ৬২২ হিজরি
- ★ আলিমগণের মতে এটি জাদুর কিতাব
- ★ গ্রহ-নক্ষত্রের আহ্বান অর্থাৎ সেগুলোর ইবাদত — লেখকের ভাষ্য
- ★ লেখকের ভাষ্যে কিতাবটিতে প্রচুর ভেলকিবাজি রয়েছে

কিতাবটিতে কিছু প্রয়োগপদ্ধতি ও নকশা রয়েছে, যেগুলো ভেলকিবাজি ও জাদুর নির্দেশ কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত। দ্বীনের আলিমগণ এ সম্পর্কে বলেন — এটি একটি জাদুর কিতাব, কেননা এটি তিলিসম ও দুর্বোধ্য তাওফীক-ছকে ঠাসা।

"শামসুল মাআরিফিল কুবরা" কিতাবে রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের আহ্বান — অর্থাৎ সেগুলোর ইবাদত। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের আহ্বানের পদ্ধতি এই এই। সে বলে: তুমি অমুক ধরনের পোশাক পরে সূর্যের দিকে মুখ করবে এবং অমুক ধরনের ধূপ জ্বালাবে; তারপর তার দিকে মুখ করে বলবে: "হে দীপ্তিময়ী নেত্রী, তোমার প্রতি সালাম! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি অমুক অমুক কাজ করে দাও।" এবং তথাকথিত সাতটি ভ্রাম্যমাণ গ্রহের বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও — বৃহস্পতি, বুধ ও শনি — সে অনুরূপ কথা উল্লেখ করে।

আর এই কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা যায়, তা বোধগম্য ও দুর্বোধ্য তথ্যের এক আশ্চর্য মিশ্রণ; সম্ভবত তা এক ধরনের ধোঁকা, অথবা যখন সেগুলো কাঙ্ক্ষিতভাবে কাজ করে না তখনকার একটি অজুহাত।

সেখানে আলোচনা করা হয়েছে হরফ ও নামসমূহ, সেগুলোর গোপন রহস্য ও বিধান নিয়ে; সময়ের শুভ ও অশুভ দিক নিয়ে; গ্রহ ও রাশিচক্র, নক্ষত্র, ভূখণ্ড ও দাওয়াতসমূহ নিয়ে; সূরা ফাতিহার রহস্য ও ইসমে আযম নিয়ে; সূরাসমূহের প্রারম্ভিক অংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

সে আলোচনা করে "আল-ইখতিরাআতুর রাহমূতিয়্যা", "আল-আযীমাতুল জালজালূতিয়্যা", "আল-কামকামা", কবুল হওয়া দোয়াসমূহ, যিকিরসমূহ, প্রয়োজন পূরণ, রূহানী রিয়াযত, শুরু ও শেষ, এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সেগুলোর উপকারী সময় নিয়ে।

তাতে রয়েছে অন্তর জোড়া লাগানো ও ভালোবাসা সৃষ্টির নয়টি "লাতীফা"; নবী সুলাইমানের আংটির উল্লেখ; আয়াতুল কুরসীর বৈশিষ্ট্য; বাদশাহ, শাসক, উজির, বিচারক ও পদাধিকারীদের সাক্ষাতের জন্য উপকারিতা; ওয়াক্‌ফসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারী তিলিসমসমূহ; রিযিক বৃদ্ধির উপকারিতা [মূল বইয়ে এখানে "কাযা" — অর্থাৎ "যেমনটি আছে" — লেখা]; আর যদি তুমি চাও যা কিছু শোনো তার সবই মুখস্থ রাখতে ও কখনো না ভুলতে; জবান বন্ধ করে দেওয়া; চোর

থেকে সম্পদ রক্ষা করা; আর যদি তুমি চাও ধনুক দিয়ে তীর ছুড়তে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট না হতে; আর যদি তুমি চাও প্রতিটি মানুষ তোমাকে ভালোবাসুক; আর নানা রকম ওয়ির্দ; এবং এ জাতীয় আরও বহু বহু বিষয়।

কিতাবটিতে রয়েছে উদ্ভট ছক, বিস্ময়কর নামসমূহ ও অস্পষ্ট তথ্য; এবং এতে রয়েছে ভয়ংকর সব প্রেসক্রিপশন এবং প্রচুর ভেলকিবাজি।

কিতাব থেকে কিছু ছবি

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: লক্ষ্য করুন "ومعلوماتك" (তোমার তথ্যসমূহ) শব্দটির দিকে — সে "علمك" (তোমার ইলম) বলেনি। তারপর তার এই কথা: (فأتصرف به في الكون) — "যাতে আমি তা দিয়ে বিশ্বজগতে কর্তৃত্ব চালাতে পারি"। সে আল্লাহর কাছে চাইছে যে সে বিশ্বজগতে কর্তৃত্ব চালাবে — আর এটি দোয়ার ক্ষেত্রে হারাম সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর পৃষ্ঠার নিচের অংশে সে তার মিথ্যা ফলাফল বর্ণনা করে এই কথা দিয়ে: (فلا يبقى في الكون ذو روح إلا ونار القهر أخذت ظهوره) — "তখন বিশ্বজগতে কোনো প্রাণীই আর অবশিষ্ট থাকবে না, যার পিঠকে দমনের আগুন গ্রাস করেনি।" এটি মিথ্যা, অপবাদ এবং চরম বেয়াদবি। কীভাবে? সে তো বলছে বিশ্বজগতে কোনো প্রাণী অবশিষ্ট থাকবে না — অর্থাৎ ফেরেশতাদেরও সে দমন করে ফেলেছে!

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

এখানে সে একটি বৃত্ত (দাইরা) নিয়ে কাহিনি ফাঁদছে এবং দাবি করছে যে, সমস্ত আলিমের কাছে এর মহা মর্যাদা রয়েছে — আমি জানি না সে কোন আলিমদের কথা বোঝাচ্ছে। এরপর লাল কালিতে দাগ দেওয়া অংশ অনুযায়ী সে বলে: "আমি এর নাম রেখেছি 'লাওহুল কাযা ওয়াল কাদার' (ভাগ্যলিপির ফলক); কেননা এতে রয়েছে 'আলিফ'-এর রহস্য এবং ইসমে আযমের সূচনা।" (লক্ষ্য করুন এই সীমালঙ্ঘনের দিকে — সে এর নাম রেখেছে "কাযা ও কাদারের ফলক", যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও হতে পারে না।)

এরপর পৃষ্ঠার শেষে সে বলে: "আমি লাওহে মাহফূযে এটিকে ঠিক এভাবেই দেখেছি, এবং জিবরীল আমাকে এর রহস্য দেখিয়েছেন।" (সে কীভাবে এমন মিথ্যা বলে! সে কে যে আল্লাহ তাকে লাওহে মাহফূযের উপর অবহিত করবেন, যার উপর নবীগণকেও অবহিত করা হয়নি? আর জিবরীল কীভাবে তাকে এর রহস্য দেখাবেন, অথচ জিবরীল কেবল নবীগণের কাছেই আসেন? সুতরাং এই মিথ্যাচারের দিকে তাকান।)

এরপর সে বলে: "আমি তা এমন এক বৃত্ত হিসেবে দেখলাম, যা সমস্ত গোপন রহস্য ধারণ করে আছে।" (কীসের রহস্য সেগুলো! সে তো তার তথাকথিত বৃত্তটি নিজের কিতাবেই বসিয়ে দিয়েছে, যা সব মানুষই দেখছে; আর তা জাদু, কুফর ও তিলিসম ছাড়া আর কিছুই নয়।)

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: এটি মিথ্যা এবং গায়েবের ইলমের দাবি — তার এই কথায় যে, ওই বৃত্তটি ধারণ করে আছে বিশ্বজগতে যা প্রকাশ পাবে: বাদশাহগণ ও রাষ্ট্রনায়কগণ, যেসব ঘটনা ও যুদ্ধ সংঘটিত হবে, কারা আমীর হিসেবে শাসন

করবে এবং বাদশাহদের নামসমূহ। (আল্লাহর শরীয়তে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তাতে এই গায়েব কোথায়?)

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]
>
> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: দুনিয়ার আয়ু জানার দাবি, গায়েব জানার দাবি, সৃষ্টিকুলের অবস্থা জানার দাবি, বাদশাহদের অবস্থা এবং তারা কীভাবে শাসন করবে তা "গোপন ইলাহি রহস্যের" পথে জানার দাবি — এসব তার মিথ্যাচার। সে বলে, এমন এক শক্তি অর্জন করা যায় যা দিয়ে ঘুমের মধ্যে ফেরেশতা ও নবীগণের রূহ দেখা যায়; বরং তার জন্য আসমান ও জমিনের রাজত্ব উন্মোচিত হয়ে যায় এবং সে এমন কিছু দেখে যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তারপর সে মিথ্যায় আরও বাড়িয়ে বলে যে —

— যদি কেউ সাত দিন নির্জনবাস করে, তবে তার সামনে ঊর্ধ্বজগতের বিস্ময়সমূহ প্রকাশ পাবে (কী মিথ্যা ও অপবাদ এটি!)। তারপর সে বলে, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে আল্লাহ তাকে সৃষ্টিজগতে পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে দেন (অথচ সে যে কথা বলছে সেই অর্থে আল্লাহ এমন ক্ষমতা কাউকেই দেননি)।

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: তার এই কথা মিথ্যা ও অপবাদ যে, বুধ গ্রহের ভূখণ্ড সমস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক কল্যাণময়।

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: এগুলো একগুচ্ছ জাদু এবং সেগুলোর ক্রিয়ার ফলাফল। এর কিছু হলো অদৃশ্য হওয়া ও আত্মগোপনের জন্য, আর কিছু একেবারে স্পষ্ট — যেমন তারা লিখেছে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটানোর কথা। এটি জাদু ও যুলুম, এবং মানুষকে মৃগীগ্রস্ত করে ফেলা — যা শয়তানদের সাহায্য ছাড়া হয় না।

এবং তেমনিভাবে জাদুর মাধ্যমে স্থলকে সমুদ্রে এবং সমুদ্রকে স্থলে পরিণত করা যায় (তারা ধারণা করে যে তারা এটি করতে সক্ষম; অথচ তা জাদু ছাড়া কিছু নয় — তাদের নিজেদের উপর এবং অন্যদের উপরও)। আর যদি এ ক্ষমতা কারও হাতে থাকত, তবে মূসা আলাইহিস সালাম তাদের চেয়ে বেশি সক্ষম হতেন — অথচ আল্লাহই তাঁর জন্য সমুদ্রকে স্থল বানিয়ে দিয়েছিলেন।

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]
>
> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: আর লক্ষ্য করুন সুস্পষ্ট কুফরের দিকে — তারা "ওলী"-কে এমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে যে, তাদের মতে ওলীর সর্বনিম্ন স্তর হলো তার জন্য আরশ থেকে শুরু করে জমিন পর্যন্ত উন্মোচিত হয়ে যাওয়া; ফলে সে জান্নাত, জাহান্নাম ও লাওহে মাহফূযের উপর দৃষ্টি বুলাতে পারে (অর্থাৎ ওলী লাওহে মাহফূযে যা আছে তা জানে — মানে সে গায়েব জানে)। এ কেমন কুফর!

এছাড়াও সে বলেছে যে, "গাউস" — যে একজন মানুষ — সে-ই "সাহিবুত তাওকী" (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত)। তারপর সে বলে, সমগ্র জগৎ এই গাউসের কাছ থেকে সাহায্য ও শক্তি গ্রহণ করে (এ তো শিরকে

আকবার)।

লেখকের খণ্ডন: দাবি ও মূল্যায়ন

দাবির ধরন	লেখকের মূল্যায়ন
গায়েবের ইলমের দাবি	মিথ্যা; শরীয়তে এই গায়েব কোথায়?
লাওহে মাহফূয ও জিবরীলের নামে দাবি	মিথ্যা; নবীগণকেও অবহিত করা হয়নি
'কাযা ও কাদারের ফলক' নাম রাখা	সীমালঙ্ঘন; এটি একমাত্র আল্লাহর জন্য
বিশ্বজগতে কর্তৃত্ব চালানোর প্রার্থনা	দোয়ায় হারাম সীমালঙ্ঘন
ওলীর লাওহে মাহফূয জানার দাবি	সুস্পষ্ট কুফর
গাউসের কাছ থেকে জগতের সাহায্য নেওয়া	শিরকে আকবার

মূল গ্রন্থের ছবির পাশে লেখকের মন্তব্য অনুযায়ী

[মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: এরপর লক্ষ্য করুন সে কীভাবে গোটা বিশ্বজগৎকে বৃত্তে পরিণত করেছে। সে মিথ্যা বলতে শুরু করেছে এবং ব্যাখ্যা করছে আসমানের বৃত্ত, রাজত্বের জগৎকে ঘিরে থাকা কক্ষপথের বৃত্ত, আরশের বৃত্ত এবং কুরসীর কক্ষপথের বৃত্ত (আরশ, মুল্‌ক ও কুরসী সম্পর্কে তার তথাকথিত ইলম দিয়ে সে প্রকাশ্য কুফর করেছে) — এমনকি গ্রহ-নক্ষত্র নিয়েও সে সেগুলোর মধ্যে কথা বলেছে।

এক নজরে

- ★ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ; এতে কোনো বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই
- ★ প্রতিটি নবউদ্ভাবিত বিষয় বিদআত, প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্টতা
- ★ সেদিন যা দ্বীন ছিল না, আজও তা দ্বীন নয় — ইমাম মালিক
- ★ কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী যে কোনো উৎস প্রত্যাখ্যাত
- ★ শামসুল মাআরিফ — আলিমগণের মতে জাদুর কিতাব
- ★ গায়েবের ইলমের দাবি মিথ্যা; ওলী ও গাউসের দাবি কুফর-শিরক

যাচাই করুন

1. আল-মায়িদা ৩ আয়াতে আল্লাহ কী পূর্ণ করেছেন বলা হয়েছে?

ক. তোমাদের ব্যবসা | খ. তোমাদের দ্বীন

2. ইরবায ইবনে সারিয়াহর হাদীসে প্রতিটি নবউদ্ভাবিত বিষয় কী?

ক. বিদআত, আর প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্টতা | খ. কল্যাণকর সংযোজন

3. ইমাম মালিকের বক্তব্য অনুযায়ী সেদিন যা দ্বীন ছিল না, আজ তা কী?

ক. আজ দ্বীন হতে পারে | খ. আজও দ্বীন হতে পারে না

4. লেখকের মতে শামসুল মাআরিফিল কুবরা কী?

ক. ইতিহাসের কিতাব | খ. শিরকি জাদু-কর্মের পাণ্ডুলিপি

5. ‘কাযা ও কাদারের ফলক’ নামকরণ সম্পর্কে লেখক কী বলেছেন?

ক. এটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও হতে পারে না | খ. এটি জায়েয নামকরণ

6. গাউসের কাছ থেকে সমগ্র জগতের সাহায্য নেওয়ার দাবিকে লেখক কী বলেছেন?

ক. সাধারণ ভুল | খ. শিরকে আকবার

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

[মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

লেখকের মন্তব্য: সে একটি শয়তানি বৃত্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছে, তার প্রশংসা করছে ও তার ফযীলত উল্লেখ করছে; এবং বলছে যে, যে ব্যক্তি তা দিয়ে আমল করে, সমস্ত সৃষ্টির কাছে তার মর্যাদা তা উঁচু করে দেয়, তার প্রজাদের কাছে তার কথা কার্যকর হয়, সে তাদের যে আদেশই দেয় তারা তা পালন করে, এবং আল্লাহ মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভীতি-মিশ্রিত সম্ভ্রম ঢেলে দেন

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

ফতোয়াসমূহ ও যাঁরা এই কিতাবের সংস্পর্শে এসেছেন – তাঁদের ঘটনা

কিতাব থেকে নেওয়া ছবি (পূর্বানুবৃত্তি)

...যাতে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (আর কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টি জানলেন না — যাতে কুরাইশের কাফিররা, মুনাফিকরা, নাসারা ও ইহুদীরা তাঁর আনুগত্য করত?)

আর সে এমন ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে জান্নাত নিয়েই কথা বলে ফেলেছে — বলেছে, জান্নাতের রয়েছে ৮টি বৃত্ত। সে কথা বলেছে আখিরাতের বৃত্তগুলো নিয়ে, জাহান্নামের বৃত্ত নিয়ে, পুনরুত্থান ও হাশরের বৃত্ত নিয়ে, রিসালাতের বৃত্ত নিয়ে এবং আরও নানা বৃত্ত নিয়ে। (এ এক ধৃষ্টতা, মিথ্যাচার, অপবাদ এবং আল্লাহর ওপর সীমালঙ্ঘন — আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।)

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

এরপর সে বলে: যে ব্যক্তি আল-মুআখখির নামটি অধিক পরিমাণে জপ করবে (অথচ আল্লাহই তো আল-মুকাদ্দিম ও আল-মুআখখির), সে জগতের ভেতরে পরাক্রান্ত কর্তৃত্ব (তাসরীফ কাহরী) লাভ করবে। (এই শিরককে কে বিশ্বাস করবে? আর আল্লাহ ছাড়া কর্তৃত্ব ও পরাক্রম কার হাতে আছে?)

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

এরপর সে বলে যে, আগুনের হরফ, বাতাসের হরফ, মাটির হরফ ও পানির হরফ — এগুলো অস্তিত্বশীল সবকিছুর ভেতরকার কল্যাণ ও অকল্যাণ সবই ধারণ করে আছে। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে সে বলে: "তুমি যদি তাসরীফ চাও" — অর্থাৎ জগতের ভেতরে কর্তৃত্ব খাটাতে চাও (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কে জগতে কর্তৃত্ব খাটায়?) — সে বলে, কল্যাণ হোক বা অকল্যাণ, সত্য হোক বা মিথ্যা, যা-ই তুমি চাও তা-ই ঘটাতে হলে সেই ব্যক্তির নামটি জেনে নাও।

> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]
>
> [মূল গ্রন্থে এখানে শামসুল মাআরিফ-এর পৃষ্ঠার ছবি — জাদুর নকশা ও মন্ত্র, যা লেখক খণ্ডন করছেন]

আর দেখো এসব আকৃতি, তিলিসম ও সংখ্যা — যেগুলোর পক্ষে আল্লাহ কোনো দলিল-প্রমাণ নাযিল করেননি।

ফতোয়াসমূহ

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল — জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কিতাব পড়ার হুকুম কী?

তিনি রহিমাহুল্লাহ উত্তর দিলেন: মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হলো জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কিতাবগুলো থেকে সতর্ক থাকা; আর যার কাছে এসব পাওয়া যাবে, তার ওপর ওয়াজিব হলো সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা — কারণ এগুলো মুসলিমের ক্ষতি করে এবং তাকে শিরকে ফেলে দেয়। নবী ﷺ বলেছেন:

«مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»

"যে ব্যক্তি নক্ষত্র থেকে কোনো বিদ্যা আহরণ করল, সে জাদুরই একটি শাখা আহরণ করল — যত বেশি করবে, ততই বাড়বে।"

আর আল্লাহ তাঁর মহান কিতাবে বলেন:

সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১০২

﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾

"আর বাবিল শহরে হারূত ও মারূত — দুই ফেরেশতার ওপর যা নাযিল করা হয়েছিল; অথচ তারা কাউকে শেখাত না যতক্ষণ না বলে দিত, 'আমরা তো নিছক পরীক্ষা, সুতরাং তুমি কুফরি কোরো না।'"

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জাদু শেখা এবং তদনুযায়ী আমল করা কুফর। সুতরাং ইসলামের অনুসারীদের ওপর ওয়াজিব হলো — যে কিতাবগুলো জাদু ও জ্যোতিষ শেখায় সেগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং যেখানেই পাওয়া যাক সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা। এটাই ওয়াজিব।!! কোনো ইলমের তালিব বা তালিব নন — কারও জন্যই বৈধ নয় যে সে এগুলো পড়বে কিংবা এগুলোর ভেতরের বিষয় শিখবে। ইলমের তালিব নন এমন ব্যক্তির জন্যও তা-ই — তার জন্য এগুলো পড়াও বৈধ নয়, এগুলোর ভেতর থেকে কিছু শেখাও বৈধ নয়, এমনকি এগুলোকে বহাল রাখাও বৈধ নয়; কারণ এগুলো আল্লাহর সাথে কুফরি ছাড়া আর কিছুতেই গিয়ে ঠেকে না। সুতরাং ওয়াজিব হলো যেখানেই থাকুক সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা। এভাবেই — যে সমস্ত কিতাব জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্র শেখায়, সেগুলো ধ্বংস করা ওয়াজিব।

ইবনে বাযের ফতোয়া: দলিল ও সিদ্ধান্ত

দলিল	যা প্রমাণিত হয়
হাদীস: নক্ষত্র থেকে বিদ্যা আহরণ	জাদুরই একটি শাখা আহরণ; যত বেশি, ততই বাড়ে
সূরা আল-বাকারা: দুই ফেরেশতা	'আমরা তো নিছক পরীক্ষা, সুতরাং কুফরি কোরো না'
সিদ্ধান্ত	জাদু শেখা ও তদনুযায়ী আমল কুফর

জাদু ও জ্যোতিষের কিতাবের হুকুম

করুন

- ✓ এসব কিতাব থেকে সতর্ক থাকা — ওয়াজিব
- ✓ যেখানেই পাওয়া যায়, ধ্বংস করে ফেলা — ওয়াজিব

করবেন না

- ✗ ইলমের তালিব বা অন্য কারও জন্য পড়া
- ✗ এগুলোর ভেতর থেকে কিছু শেখা
- ✗ এগুলোকে বহাল রাখা

কারণ: এগুলো মুসলিমের ক্ষতি করে এবং তাকে শিরকে ফেলে দেয়

এই পর্যন্তই। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি — তিনি যেন আমাদের শেখানো ইলম দিয়ে আমাদের উপকৃত করেন, দুর্জনদের অনিষ্ট ও পাপাচারীদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখেন, সত্যকে সত্য হিসেবে দেখিয়ে তা অনুসরণের তাওফীক দেন এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখিয়ে তা বর্জনের তাওফীক দেন।

আর আল্লাহ সালাত পাঠ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর, এবং শান্তি বর্ষণ করুন।

আর এই হলো আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

শামসুল মাআরিফ কিতাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এই কিতাবটি কল্পকাহিনী-রচয়িতাদের কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর লেখক একে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী দিয়ে ঠাসা করে রেখেছে। এতে রয়েছে বাতিল আকীদা, যেগুলো বিশ্বাস করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়। কিতাবটি জাদু ও গণকবিদ্যার বিষয়াদিতেও পরিপূর্ণ। যারা এটি সংগ্রহ করে তাদের অধিকাংশই জাদুকর ও ভণ্ড শ্রেণির লোক। এ কিতাবের কারণে বহু বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে এবং বহু দলকে এটি নানা প্রকার কুফরি, ভ্রষ্টতা ও উম্মতের জন্য ক্ষতিকর কর্মে নিপতিত করেছে। তাই আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে পরামর্শ দিই — এ থেকে দূরে থাকো। আর যার হাতে এটি পড়ে গেছে, সে যেন তা পুড়িয়ে ফেলে।" — উদ্ধৃতি এখানেই শেষ; নেওয়া হয়েছে শাইখ আবু উবাইদা মাশহূর ইবনে হাসান রচিত كتب حذر منها العلماء (আলিমগণ যেসব কিতাব থেকে সতর্ক করেছেন) গ্রন্থ থেকে। তিনি এসব শিরকি বিষয়ের নমুনাও তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইবনে জিবরীনের বক্তব্য

শামসুল মাআরিফ কিতাব প্রসঙ্গে

কিতাবের প্রকৃতি	আকীদা	বিষয়বস্তু
কল্পকাহিনী-রচয়িতাদের কিতাব; ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীতে ঠাসা	বাতিল আকীদা, বিশ্বাস করলে মানুষ কাফির হয়	জাদু ও গণকবিদ্যায় পরিপূর্ণ

সংগ্রাহক	পরামর্শ
অধিকাংশ জাদুকর ও ভণ্ড শ্রেণির লোক	দূরে থাকো; হাতে পড়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলো

আবু উবাইদা মাশহূর ইবনে হাসানের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত

এরপরও যে ব্যক্তি এই কিতাব সংগ্রহ করা বা পড়ার ওপর অটল থাকে, সে-ই তার নিজের বুদ্ধি ও ঈমানের জন্য দায়ী। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

ফতোয়ার শিরোনাম: কতিপয় সাহাবী থেকে জাদুকরকে হত্যা করার বিষয়টি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত

ফতোয়ার তারিখ: ২৩ মুহাররম ১৪২৩

প্রশ্ন: আমরা তিনজন সহকর্মী। একদিন আমাদের এক সহকর্মীর কক্ষে আমরা আল-বূনী রচিত شمس المعارف الكبرى কিতাবটি পেলাম, আর সাথে একটি মুসহাফ শরীফ — যার শব্দগুলো কলম দিয়ে বিকৃত করে কিছু অশ্লীল শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কিতাব দুটি নিয়ে তার মুখোমুখি হলাম। সে স্বীকার করল, দুটিই তার। সে আমাদের কাছে শপথ করল যে সে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে এবং আমাদের কাছে অনুরোধ করল যেন আমরা তার দোষ ঢেকে রাখি। আমরা বললাম, আমরা তোমার সামনেই কিতাব দুটি পুড়িয়ে ফেলব। বাস্তবেই আমরা সেগুলো পুড়িয়ে দিলাম, একটি পোড়ানোর সাক্ষ্যপত্র লিখলাম এবং আমরা তিনজন তাতে স্বাক্ষর করলাম; তওবার আশায় আমরা তার দোষ ঢেকে রাখলাম। দশ দিন পর আমরা তাকে দেখতে পেলাম — সে আবার মুসহাফের ওপর আগের মতোই লেখালেখি শুরু করেছে। তখন আমরা আগে তার কাছে যা পেয়েছিলাম তা-সহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালাম, পোড়ানোর সাক্ষ্যপত্রটি সংযুক্ত করলাম; তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং সে সব স্বীকার করল। আর আমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন: তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আমরা যা করেছি তাতে কি আমরা সঠিক ছিলাম, নাকি শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের ওপর কিছু বর্তাবে?

ফতোয়া: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর: মুসহাফের ওপর অশ্লীল শব্দ লেখা এক জঘন্য অপরাধ; বরং তা কুফর এবং ইসলাম থেকে ধর্মত্যাগ। এটি ধর্মচ্যুত জাদুকরদেরই কাজ, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদের আকৃষ্ট করে। আর শয়তান বান্দাকে বিভ্রান্ত করতে, পথভ্রষ্ট করতে ও তার দ্বীন থেকে বের করে আনতে ভীষণ উদগ্রীব। شمس المعارف الكبرى কিতাবটি জাদু ও ভ্রষ্টতার কিতাব — এটি পড়াও জায়েয নয়, এর ভেতরের কোনো কিছু অনুযায়ী আমল করাও জায়েয নয়।

তোমরা ভালোই করেছ যখন কিতাব দুটি পুড়িয়ে দিয়েছ এবং এই অপরাধীর তওবার আশায় তার দোষ ঢেকে রেখেছ। তোমরা তখনও ভালোই করেছ যখন লোকটি নিজের ভ্রষ্টতা ও বাতিলে ফিরে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছ। আর যার ব্যাপারে জাদুচর্চা কিংবা মুসহাফ নিয়ে ঠাট্টা প্রমাণিত হয়, তার কাছে তওবা চাওয়া হবে; তওবা করলে ভালো, নতুবা তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মত হলো — জাদুকরকে তওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হবে; কারণ সাহাবীগণ তওবার সুযোগ না দিয়েই জাদুকরদের হত্যা করেছেন, আর কারণ জাদুবিদ্যা তওবার দ্বারা দূর হয় না। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে যে, তিনি তাঁর এক দাসীকে হত্যা করেছিলেন — কারণ সে তাঁর ওপর জাদু করেছিল; এটি আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ-এ বর্ণনা করেছেন। জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও সংবাদটি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। ইমাম আহমাদ বলেছেন: নবী ﷺ-এর তিনজন সাহাবী থেকে (এটি বর্ণিত) — অর্থাৎ তাঁদের তিনজন থেকে জাদুকরকে হত্যা করার বিষয়টি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। তাঁরা হলেন: উমার, হাফসা ও জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

বুখারী বাজালা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন: "প্রত্যেক জাদুকর ও জাদুকরিণীকে হত্যা করো।" আবদুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ-এ অতিরিক্ত এনেছেন: "সুতরাং আমরা তিনজন জাদুকরিণীকে হত্যা করলাম।"

মুসহাফ ও জাদু: ফতোয়ার সারকথা

বিষয়	ফতোয়া
মুসহাফের ওপর অশ্লীল শব্দ লেখা	জঘন্য অপরাধ; কুফর ও ধর্মত্যাগ
শামসুল মাআরিফ পড়া ও তদনুযায়ী আমল	জায়েয নয়; জাদু ও ভ্রষ্টতার কিতাব
কিতাব দুটি পুড়িয়ে দোষ ঢেকে রাখা	তোমরা ভালোই করেছ
ফিরে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে জানানো	তোমরা ভালোই করেছ
জাদুচর্চা বা মুসহাফে ঠাট্টা প্রমাণিত হলে	তওবা চাওয়া হবে; নতুবা গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে
ইমাম মালিক ও আহমাদের প্রসিদ্ধ মত	জাদুকরকে তওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা
সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত	উমার, হাফসা ও জুনদুব

মারকাযুল ফাতওয়ার উত্তর অনুযায়ী

আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ। মুফতি: মারকাযুল ফাতওয়া, তত্ত্বাবধানে ড. আবদুল্লাহ আল-ফাক্বীহ। আশ-শাবাকাতুল ইসলামিয়্যা।

শামসুল মাআরিফ কিতাব এবং জাদু ও রূহানিয়্যাত-বিষয়ক কিতাব সংগ্রহ ও অধ্যয়নের হুকুম

শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহু তাআলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

প্রশ্ন ৮৬ — আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কিতাব ব্যবহার ও পড়ার হারাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিন; কেননা এসব কিতাব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আর আমার কিছু সহকর্মী সেগুলো কিনতে চায় এবং বলে: "যদি এগুলো ব্যবহার করা না হয়, তবে তো কোনো ক্ষতি নেই — এতে হারামের কিছু নেই।"

উত্তর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তাঁর হিদায়াতের অনুসরণ করেছে তাদের ওপর। অতঃপর: প্রশ্নকারী যা বলেছেন তা সত্য। মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হলো জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কিতাব থেকে সতর্ক থাকা এবং সেগুলো ধ্বংস করা ওয়াজিব। যার কাছে এসব পাওয়া যাবে, তার ওপর ওয়াজিব সেগুলো ধ্বংস করা — কারণ এগুলো মুসলিমের ক্ষতি করে এবং তাকে শিরকে ফেলে দেয়। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন:

«مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»

> "যে ব্যক্তি নক্ষত্র থেকে কোনো বিদ্যা আহরণ করল, সে জাদুরই একটি শাখা আহরণ করল — যত বেশি করবে, ততই বাড়বে।"

আর আল্লাহ তাঁর মহান কিতাবে দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বলেন:

সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১০২

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾

> "তারা কাউকে শেখাত না যতক্ষণ না বলে দিত, 'আমরা তো নিছক পরীক্ষা, সুতরাং তুমি কুফরি কোরো না।'"

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জাদু শেখা ও তদনুযায়ী আমল করা কুফর। সুতরাং ইসলামের অনুসারীদের ওপর ওয়াজিব হলো — যেসব কিতাব তাদেরকে জাদু ও জ্যোতিষ শেখায় সেগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং যেখানেই পাওয়া যাক সেগুলো ধ্বংস করা। এটাই ওয়াজিব। কোনো ইলমের তালিব কিংবা অন্য কারও জন্যই বৈধ নয় যে সে এগুলো পড়বে বা এগুলোর ভেতর থেকে কিছু শিখবে। ইলমের তালিবের জন্যও তা-ই — তার জন্য এগুলো পড়া বৈধ নয়, এগুলোর ভেতরের কিছু শেখাও বৈধ নয়, এমনকি এগুলোকে বহাল রাখাও বৈধ নয়; কারণ এগুলো আল্লাহর সাথে কুফরিতে গিয়েই ঠেকে। সুতরাং ওয়াজিব হলো যেখানেই থাকুক সেগুলো ধ্বংস করা। যেসব কিতাব জাদু শেখায়, আর জ্যোতিষশাস্ত্র — যেমন শামসুল মাআরিফ ও তার অনুরূপ কিতাবসমূহ — সেগুলো ধ্বংস করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন

আমি আলজেরিয়ার অধিবাসী। একদিন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার দেখা পেলাম — সে সব বিষয়ের কিতাব বিক্রি করছিল। আমি জাদুবিদ্যার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব شمس المعارف الكبرى কিনে ফেললাম, অথচ আমি এর বিষয়বস্তু জানতাম না। এমনকি বিক্রেতাও জানত না। আমি ধারণা করেছিলাম এটি ইতিহাস বা জ্যোতির্বিদ্যার কোনো কিতাব হবে। যখন প্রথম দুই পৃষ্ঠা পড়লাম, তখন বুঝলাম এটি জাদুর কিতাব। এরপর ইন্টারনেটে এ সম্পর্কে খোঁজ করলাম এবং দেখলাম, এটি জাদুবিদ্যার সবচেয়ে ভয়ংকর কিতাবগুলোর একটি। শাইখ,

আমার প্রশ্ন হলো: এই কিতাব থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি? আমি এটি পুড়িয়ে ফেলার সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু পড়েছি যে কিছু কিতাব পোড়ানো যায় না, কারণ পোড়ালে সেগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে — বিশেষত এটিতে যেহেতু শয়তানি তাবীজ এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও আয়াত ইত্যাদি রয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম যে এটি সাগরের গভীরে ফেলে দেব। কিন্তু আমি আপনাদের পরামর্শ নিতে চাইলাম। তাই আল্লাহ আপনাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমাদের এ থেকে মুক্তির পদ্ধতি জানান। এখন তো আমি এটি আমার ঘরে থাকতে দেখলেই সহ্য করতে পারি না।

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর:

এই কিতাব থেকে মুক্তির সর্বোত্তম উপায় হলো একে কুচি কুচি করে কেটে ও ছিঁড়ে ধ্বংস করা; পোড়ানোও সম্ভব। আর এ কাজ করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন আল্লাহ-প্রদত্ত রক্ষাকবচ দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে নেন — সূরা ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন তিনবার করে পড়ুন। আর পোড়ালে এতে কোনো ক্ষতি হবে — এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি; কারণ কিতাবটিতে বাঁধা জাদু (সিহর মাকূদ) নেই, বরং এতে আছে জাদু শেখার কিছু মাসআলা — আর এ ধরনের জিনিস পোড়ানোতে কোনো ক্ষতি নেই। অধিক উপকারের জন্য নিম্নোক্ত নম্বরের ফতোয়াগুলো দেখার অনুরোধ রইল: ১৫০৭০, ৬২৯৭৫, ৩০৫৫৬।

ইসলাম ওয়েব সাইট। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কিতাব থেকে মুক্তির উপায়: ফতোয়া

১ **ধ্বংস করা**
কুচি কুচি করে কেটে ও ছিঁড়ে; পোড়ানোও সম্ভব

২ **সুরক্ষা**
সূরা ইখলাস ও মুআওবিযাতাইন তিনবার করে পড়া

৩ **পোড়ানোর ক্ষতি**
ক্ষতি হবে, এমন প্রমাণ স্পষ্ট হয়নি

৪ **কারণ**
কিতাবে বাঁধা জাদু নেই, আছে জাদু শেখার মাসআলা

ইসলাম ওয়েব সাইটের উত্তর অনুযায়ী

প্রশ্ন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সর্বশ্রেষ্ঠজনের ওপর। দুঃখজনকভাবে আমি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি — প্রশ্নটি ছিল منبع أصول الحكمة ও شمس المعارف — এই দুই কিতাব নিয়ে কারবার করার হুকুম সম্পর্কে। আমাকে ২০৬৯৬ নম্বরের একটি পূর্ববর্তী ফতোয়ার দিকে নির্দেশ করা হয়েছিল, কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেখানে কোনো উত্তর নেই। আমি আশা করি এমন একটি উত্তর পাব যা আমার বুক শীতল করবে। আপনাদের প্রচেষ্টায় বরকত হোক।

উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর: গবেষণার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, شمس المعارف الكبرى ও منبع أصول الحكمة — এ দুটি জাদু শেখানোর কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তিতে বলা যায়, এগুলোর দিকে তাকানোও জায়েয নয়, পড়াও জায়েয নয়, বিক্রি করাও জায়েয নয়, কেনাও জায়েয নয়। কারণ জাদু চর্চা করা হারাম, তা অন্বেষণ করা হারাম এবং যারা তা করে তাদের সত্যায়ন করাও হারাম; বরং তা সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর এর কিছু প্রকার ইজমার ভিত্তিতে কুফর। এ বিষয়ের বিবরণ দেখুন ১৫৪৫৩ নম্বর ফতোয়ায়, এবং সেখানে উল্লিখিত অন্য ফতোয়াগুলোতেও।

দুই কিতাব নিয়ে কারবারের হুকুম

কাজ	ফতোয়া
তাকানো	জায়েয নয়
পড়া	জায়েয নয়
বিক্রি করা	জায়েয নয়
কেনা	জায়েয নয়
জাদু চর্চা, অন্বেষণ ও জাদুকরদের সত্যায়ন	হারাম; সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরার অন্তর্ভুক্ত
জাদুর কিছু প্রকার	ইজমার ভিত্তিতে কুফর

প্রশ্নে উল্লিখিত দুটি কিতাব সম্পর্কে ফতোয়ার উত্তর

আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

যাঁরা এই কিতাব নিয়ে কারবার করেছেন – তাঁদের ঘটনা

এগুলো এমন কিছু ঘটনা ও দুর্ঘটনা যা বহু মানুষের জীবনে ঘটেছে — যারা এই কিতাব ও এ জাতীয় অন্যান্য জাদুর কিতাব পড়েছে; সে কেবল দেখার জন্য পড়ুক, কিংবা এর কিছু প্রয়োগ করুক, অথবা এর দ্বারা মানুষের ওপর জাদু করুক। এসব ঘটনার কিছু আমি তাদের সঙ্গে থেকে নিজে দেখেছি, বরং তাদের ওপর রুকইয়াহও করেছি — পড়ার পর তাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার কারণে। তাদের কেউ হয়েছে মামসূস (জিনস্পৃষ্ট), কেউ পাগল হয়ে গেছে ও পড়ার পরেও আরোগ্য লাভ করেনি, আর কেউ হয়েছে ভোঁতা স্বভাবের।

ঘটনাগুলোর সূচি

এই অংশের বর্ণনাকৃত ঘটনা

লেখকের প্রথম ঘটনা
শুল্ক বিভাগের এক নিরাপত্তারক্ষীর পরিবার

লেখকের দ্বিতীয় ঘটনা
এক যুবক ও তার মায়ের বর্ণনা

লেখকের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনা
পিতা ও দাদার হাতে দুটি পরিবার

লেখকের পঞ্চম ঘটনা
রুকইয়াহর বৈঠকে দেখা অভিজ্ঞতা

ইন্টারনেটের প্রথম ঘটনা
বিশ বছর বয়সী এক যুবকের লেখা

ইন্টারনেটের দ্বিতীয় ঘটনা
এক বান্ধবীর কথা

ইন্টারনেটের তৃতীয় ঘটনা
এক মায়ের ফোন

সবই বর্ণনাকারীদের নিজস্ব বক্তব্য

যেসব ঘটনা আমি নিজে সমসাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ করেছি

প্রথম ঘটনা: শুল্ক বিভাগের এক নিরাপত্তারক্ষী এক জাদুকরকে গ্রেপ্তার করেছিল, যার কাছে ছিল শামসুল মাআরিফ ও অন্যান্য কিতাব। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সে কিতাবগুলো নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। এ কথা আমাকে জানিয়েছে তারই সন্তানেরা — তারা বলেছে, এসব কিতাব ঘরে আনার পর তাদের বাবা পাগল হয়ে গেছে; সে কিছুই বোঝে না, কিছুই উপলব্ধি করে না।

দ্বিতীয় ঘটনা: এক যুবক, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল — তার মধ্যে দ্বীনদারি ও কল্যাণ ছিল। কিন্তু তার হাতে শামসুল মাআরিফ কিতাবটি পড়ে যায় এবং সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চেষ্টা করে। তার দাবি অনুযায়ী সে নাকি কিছু "ভালো কাজ"-এর পরীক্ষা করতে এবং রূহানী খাদেম হাজির করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মা যেমনটি আমাকে জানিয়েছেন — তার অবস্থা বদলে গেল, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, সে সর্বদা আনমনা থাকত এবং আশপাশের কারও উপস্থিতি টের পেত না। এটা কিন্তু এমন নয় যে তার অন্তর আখিরাতের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল — না, না; বরং সে মসজিদে নামায পড়া ছেড়ে দিল, আর দ্বীন ও শরঈ বিধান নিয়ে নিজের বুদ্ধি যা বলে সেভাবে কথা বলতে শুরু করল, দর্শন কপচাতে লাগল, শরীয়তের কিছু বিধানে খোঁচা দিতে শুরু করল এবং বলতে লাগল যে উত্তম ও অগ্রাধিকারযোগ্য হলো এমন হওয়া, এমন হওয়া। এমনকি তার বাবাও তাকে এই কিতাব থেকে সতর্ক করলেন এবং তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তির ঘটনা শোনালেন — সে অনুরূপ একটি কিতাব এনে পড়া শুরু করেছিল, ফলে তার ওপর ঘরের ছাদ প্রচুর মাটিসহ ধসে পড়ে; এতে সে ঘর থেকে পালিয়ে যায় এবং এরপর ওই কিতাব পড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু সব উপদেশ ও দিকনির্দেশনার পরও এই যুবকের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কথাই কাজে এলো না — আমরা তাকে যা বলেছি ও স্পষ্ট করেছি, কিছুই ফল দেয়নি; তাই আমি তাকে তার অবস্থাতেই ছেড়ে দিলাম.....। আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিন।

তৃতীয় ঘটনা: একটি পুরো পরিবার তাদের কর্তা তথা পিতার হাতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল — যিনি এই কিতাব পড়তেন এবং এর কিছু কিছু প্রয়োগ করতেন। তাঁর সন্তানেরা ও স্ত্রী আমাকে যা জানিয়েছেন, বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি নিজের সন্তানদের ওপর — বিশেষত তাঁর দুই মেয়ের ওপর — জাদু করতেন এবং তাদের বলতেন: আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের বিয়ে হবে না। তারা তাঁর জাদুর চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু জাদু বারবার নতুন করে করা হতো; কারণ তাঁরা তো জাদুকরের সঙ্গেই বসবাস করছিলেন।

চতুর্থ ঘটনা: একটি পরিবার তাদের দাদার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত — যিনি এই অভিশপ্ত কিতাব শামসুল মাআরিফ নিয়ে কারবার করতেন। বাবা, মা ও সন্তান — সবার ভেতরেই জিন ও শয়তান রয়েছে। মা বর্ণনা করেন, দাদা ছোটবেলায় তাঁর নাতি-নাতনিদের ওপর কী কী জাদুকর্ম করতেন — যেগুলোকে তাঁরা মনে করতেন রক্ষাকবচ ও দোয়া। দীর্ঘ সময় পর আল্লাহ তা ফাঁস করে দিলেন — যখন বড়-ছোট প্রত্যেকের ওপর নিযুক্ত জিন কথা বলে উঠল যে, এটি শামসুল মাআরিফের জাদু।

পঞ্চম ঘটনা: বরং আসুন, আমাদের সামনে যা ঘটতে দেখি তার বাকিটুকু তুলে ধরি — বিশেষত সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত রুকইয়াহর সময়। যখন আমরা দোয়া করি ও বলি: "হে আল্লাহ! শামসুল মাআরিফ থেকে আসা সব জাদু বাতিল করে দিন; হে আল্লাহ! শামসুল মাআরিফ থেকে আসা সব জাদু বাতিল করে দিন; হে আল্লাহ! শামসুল মাআরিফ থেকে আসা সব জাদু বাতিল করে দিন" — এবং আমরা তা বারবার পুনরাবৃত্তি করি, তখন আপনি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাবেন: মানুষ লুটিয়ে পড়ছে ও খিঁচুনিতে কাঁপছে; কারও কারও জিহ্বায় জিন কথা বলে উঠছে "হ্যাঁ" শব্দ দিয়ে — অর্থাৎ শামসুল মাআরিফের জাদু। বরং কখনো আমরা দোয়ায় বলেছি: "হে আল্লাহ! লিখিত জাদু বা ছকে করা সব জাদু বাতিল করে দিন" — তখন জাদুগ্রস্তের ওপর নিযুক্ত জিন চিৎকার করে উঠেছে: হ্যাঁ, সে শামসুল মাআরিফের জাদুতে জাদুগ্রস্ত। আমাদের কাছে এমন ঘটনা প্রচুর; কিন্তু আমি ইন্টারনেটে অন্যান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের ঘটনার জন্যও জায়গা ছেড়ে রাখছি।

শামসুল মাআরিফ প্রসঙ্গে ইন্টারনেটে আসা ঘটনাগুলো

প্রথম ঘটনা: এই অভিশপ্ত কিতাব সম্পর্কে ফোরামে যা লেখা হয়েছে তা পড়লাম, আর আমি চাই এর সঙ্গে আমার নিজের ঘটনাটিও আপনাদের জানাতে — হয়তো আমি কোনো সমাধান পেয়ে যাব। আমি বিশ বছর বয়সী এক যুবক, কম্পিউটার ও সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে কাজ করি। আমার বয়স যখন দশ, তখন شمس المعارف الكبرى কিতাবটি আমার হাতে আসে; আমি জেনেছিলাম যে এটি জাদু ও জাদুকর্মের কিতাব। আমি ছিলাম দুঃসাহসিক ধরনের, এসব জিনিসকে আমি কখনোই ভয় পেতাম না। তাই কিতাবটি খুললাম এবং পড়া শুরু করলাম। প্রথমে এটিকে আমার কাছে একটি অকিঞ্চিৎকর কিতাব মনে হয়েছিল — এর কিছুই বোঝা আমার পক্ষে কঠিন ছিল, কারণ আমি বয়সে ছোট ছিলাম। এমনকি আমি জেদ ধরে বসলাম যে এই কিতাব নিয়ে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে; শেষে নিজেকে ঘরে বন্ধ করে ফেললাম এবং কিতাবটি পাতার পর পাতা পড়তে লাগলাম — এমনকি এটিকে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে দেখতে শুরু করলাম, আগে যেমন ছিল তার থেকে একেবারেই আলাদা। লেখা সমস্ত প্রতীক এমন শব্দে পরিণত হলো যা পড়া ও বোঝা আমার জন্য সহজ হয়ে গেল; আমার মনে হতে লাগল, কিতাবের ভেতরের বিষয় আমি বুঝে ফেলেছি, যেন আমি তা মুখস্থই করে ফেলেছি। এমনকি আমি সাদা কাগজ নিয়ে এলাম এবং এর পাতাগুলোতে থাকা নকশাগুলো বিশ্লেষণ করতে লাগলাম; আমি এমন সব নকশা আঁকছিলাম যেগুলো এখন আর মনে নেই। আমি যখন ওই নকশার মাঝপথে, তখন বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল; আমি দরজা খুলে দিলাম, কিন্তু কিতাবটি লুকাতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ দেখি — আমার মা! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি আমি কোথা থেকে পেয়েছি;

কিন্তু আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। তখন তিনি কাগজটি ছিঁড়ে ফেললেন — তাঁর চোখে ছিল আমাকে নিয়ে ভয় — এবং কিতাবটি আমার কাছ থেকে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। কিতাবটি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল; আমি বহুবার, বারবার তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি — কোনো লাভ হয়নি। কিন্তু এই কিতাব থেকে আমার যেসব নেতিবাচক ক্ষতি হয়েছে, তা আমার সঙ্গে থেকে গেছে। আমি আপনাদের কাছে — প্রিয় পাঠকবৃন্দ — এগুলোর সমাধান চাই। সেগুলো হলো:

1. আমার স্বাভাবিক স্বপ্ন একেবারেই হারিয়ে গেছে; অর্থাৎ আগে যেসব স্বপ্ন দেখতাম, সেগুলো ছাড়াই আমার জীবন কাটছে।
2. আমার স্বপ্ন বদলে গিয়ে নানা রকম দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে; আমি দুঃস্বপ্নের ভেতর থাকা অবস্থায় আমার অবস্থা কেমন হয় তা জানি না। তবে আমার সঙ্গে ঠিক কী ঘটে তা আপনাদের বলছি ..... আমি ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ টের

পাই কেউ একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে; আমি চোখ খোলার চেষ্টা করি, পারি না; আমি অনুভব করি যে আমি জেগে আছি, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারি না; মনে হয় আমাকে যেন মাটিতে উপুড় করে চেপে ধরা হয়েছে, অথবা যেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ স্বাভাবিকের চেয়ে বহু গুণ বেড়ে গেছে। কখনো এমন হয়, আবার কখনো আরও অনেক বেশি কঠিন হয় — যেমনটি আমার সঙ্গে ঘটেছিল এক সপ্তাহ আগে, এই ফোরামে সদস্যপদ নেওয়ার পর। রাত তখন প্রায় একটার কাছাকাছি, অনেক দেরি হয়ে গেছে; আমি ঘুমাতে চাইলাম, আর তন্দ্রার মুহূর্তগুলোতে অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে আমি টের পেলাম কেউ আমার খুব কাছে; চোখ খুলতে চাইলাম, পারলাম না — যেন কেউ আমার চোখ চেপে ধরে রেখেছে। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলাম এবং চোখের কোণটুকু খুলতে পারলাম; তখন দেখলাম পাঁচটি বামন আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে — তাদের চেহারা হিংস্র ও দুষ্ট। তারা আমাকে দেখামাত্র প্রথমেই তাদের একজন লাফিয়ে আমার পাকস্থলীর দিকে চলে গেল। আমার মনে হলো এই বুঝি শেষ; আমি ভাবলাম আমি মালাকুল মাউতের অপেক্ষা করছি — এমনই ছিল আমার অনুভূতি। তখন আমি শাহাদাতাইন উচ্চারণ করলাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম যে সকালে আমার পরিবার জেগে উঠে আমাকে মৃত অবস্থায় দেখবে; আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে তার ভয়াবহতার কারণে এটাই মৃত্যু...। কিন্তু শাহাদাত উচ্চারণের পরও আমি মরলাম না; তখন আমি কুরআনের কিছু আয়াত পড়লাম এবং অনুভব করলাম আমার শরীরের ভেতরে কিছু একটা হাঁটছে — শেষ পর্যন্ত তা আমার ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেগুলো ছিল এমন মুহূর্ত, যার চেয়ে প্রকৃত মৃত্যুই সহজ। ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে ফিরে এলো এবং আমি আতঙ্কিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। কিন্তু আমি কী করব? কারণ যা ঘটেছে তা তো আমার সঙ্গে ঘটতে থাকা দুঃস্বপ্ন ও উৎপীড়ক ঘটনাগুলোর একটি অংশমাত্র — যেমন কানে কোনো নারীর চিৎকার শোনা, যেন সে জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে; কিংবা চোখের সামনে ধোঁয়া দেখা — অথচ আমি নড়তে পারি না, ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকি।

3. আমার ব্যক্তিত্বে সামান্য বিভাজন দেখা দিয়েছে; যেমন একদিন ফজরের আযানের প্রায় এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জেগে দেখি — আমি রাস্তায় হাঁটছি, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে; আমি রাস্তার মাঝামাঝি হাঁটছিলাম, আর আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর একটি গাড়ির শব্দ, যেটি এলাকায় টহল দিচ্ছিল। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, এত রাতে তুমি এখানে কেন? আমি ভেবেছিলাম আমি স্বপ্ন দেখছি, তাই তাকে বললাম: বাতাস খেতে এসেছি। সে আমার পরিচয়পত্র চাইল; আমি ভাবলাম আমি স্বপ্নই দেখছি, তাই দিতে অস্বীকার করলাম। তখন গাড়ি থেকে আরেকজন পুলিশ নেমে আমার মুখের দিকে অস্ত্র তাক করল; তখন বুঝলাম, যা ঘটছে তা স্বপ্ন নয় — কিংবা হয়তো এটি এক দুঃস্বপ্ন, যা শেষ হয়ে যাবে। তাই মুক্তি পেতে আমি পরিচয়পত্র দিলাম। সে আমাকে বলল, "তোমার ওপর কোনো ঝামেলা নেই, যেখানে খুশি যাও।" তার কথা স্পষ্ট ছিল না, ভাঙা আরবিতে কথা বলছিল, কারণ সে মূলত ইহুদি। আমি তাকে বললাম, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি; সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এরপর আমি রাস্তার পাশে পুরো এক ঘণ্টা বসে রইলাম, ভাবতে লাগলাম — আমি এখানে এলাম কীভাবে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি না? শেষে কাছের এক মসজিদ থেকে ফজরের আযান শুনলাম এবং দেখলাম লোকজন মসজিদুল আকসায় যাওয়ার জন্য রাস্তায় বের হচ্ছে; তখন নিশ্চিত হলাম যে আমি স্বপ্নে নেই...।
4. স্বপ্নের রূপান্তর:::: আমার স্বাভাবিক স্বপ্ন হারিয়ে গেছে এবং আমি অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি — এর সর্বোচ্চ যা হয়, তা হলো কেউ বিরক্ত হয় বা ভয় পায়, কিংবা তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে ওঠে; কারণ আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবের মতোই হয়ে গেছে .....এখন প্রশ্ন হলো, আমার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে তার সবই কি এই কিতাবের কারণে?? কিতাবটি আমি এখন খুঁজে পেয়েছি — দুই বছর আগে, অর্থাৎ যখন আমার বয়স ১৮ হলো; এখন আমার বয়স ২০। কিন্তু কিতাবটি এখন দুর্বোধ্য — আমি দশ বছর বয়সে যেমন দেখেছিলাম তেমন নয়; পুরোটাই প্রতীক, আগেকার মতো সহজ পথ-পদ্ধতি নয়। এখন আর আগের মতো একে দেখার আগ্রহ আমার নেই; কারণ আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, আর এই কিতাব নিয়ে আরেকবার ঝুঁকি নিতে চাই না .....।

কিন্তু এসব নেতিবাচক দিকের বিপরীতে কিছু ইতিবাচক ব্যাপারও আমার সঙ্গে ঘটে, যদিও সেগুলোর ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন — আমার কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আমি অনুভব করি যে কেউ একজন আমাকে সাহায্য

করছে এবং জিনিসটির জায়গার দিকে আমাকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমি আরও পারি — আপনার মনের অবস্থা বলে দিতে; আপনি বিষণ্ন থাকলে কী আপনাকে বিষণ্ন করছে, আর আপনি আনন্দিত থাকলে কী আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে। আরও — আমি এমন কিছু দৃশ্য দেখি যা ঘটে যাওয়ার পর মনে হয়, এ ঘটনা এই দ্বিতীয়বার ঘটছে...। ভাইয়েরা, আল্লাহর কসম, কিছু মানুষ বিষয়টিকে হালকাভাবে নিচ্ছে — আমি দেখলাম কিতাবটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা যায়! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য...!! — আপনাদের ভাই নায়িল।

দ্বিতীয় ঘটনা: শামসুল মাআরিফ একটি বাতিল কিতাব; এর দিকে তাকানোও হারাম, কারণ এটি জিন ডেকে আনে। কেননা আমার এক বান্ধবী এর থেকে কিছু লেখা পড়েছিল; এখন তার অবস্থা এমন হয়েছে যে, তাকে যা বলা হয় সে তা বোঝে না, উপলব্ধিও করে না; প্রতিদিন সে শাইখের কাছে যায় তার ওপর পড়া নেওয়ার জন্য।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-বূনীর শামসুল মাআরিফ কিতাবে কী কী আছে?

প্রথমত: এই বূনী কোনো ইমামই নয়।

দ্বিতীয়ত: এই শামসুল মাআরিফ কিতাবটি হলো এমন এক পথ, যেখান থেকে ফেরার উপায় নেই; কেননা এটি জিনকে বশীভূত করার শত শত শিরকি তিলিসম বহন করে।

তৃতীয়ত: বিষয়টি এত সহজও নয়; কারণ এতে এমন সব কাজ দাবি করা হয় যেগুলোর উল্লেখ থেকেও জিহ্বাকে পবিত্র রাখা উচিত। এতে কুরআনের আয়াতকে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত রূপে ব্যবহার করা হয়; সেই সঙ্গে থাকে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদ ও নির্দিষ্ট সময়সীমা,

আর থাকে নানা কদর্য উদ্দেশ্য — যেমন গোয়েন্দাগিরির ধাঁচে গোপন থাকা, কাউকে জোর করে তোমার প্রেমে বাধ্য করা, কিংবা নিম্নস্তরের জিন-রাজাদের অর্থাৎ কাফির অবাধ্য জিনদের কোনো বাদশাহর কাছে তোমাকে পৌঁছে দেওয়া। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য থাকে শিরকি শর্তাবলি। তুমি তাদের বশীভূত করো না; বরং তারাই মানুষকে বশীভূত করে — কারণ তারা কুফরিতে অধিকতর দুঃসাহসী এবং অভিজ্ঞতায় অধিকতর পাকা; তারা জানে কোন পথে গেলে তোমার পরিণতি কী হবে, আর তুমি জানো না — শিরকের পর তুমি আসলে কী চাও।

এক নজরে

- ★ জাদু ও জ্যোতিষের কিতাব থেকে সতর্ক থাকা ও ধ্বংস করা ওয়াজিব
- ★ জাদু শেখা ও তদনুযায়ী আমল কুফর — ইবনে বায
- ★ ইলমের তালিব বা অন্য কারও জন্য পড়া বৈধ নয়
- ★ ইবনে জিবরীন: হাতে পড়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলো
- ★ ইসলাম ওয়েব: কুচি কুচি করে কেটে ধ্বংস; পোড়ানোও সম্ভব
- ★ তাকানো, পড়া, বিক্রি, কেনা — কোনোটিই জায়েয নয়
- ★ লেখকের মতে বূনী কোনো ইমামই নয়

যাচাই করুন

1. ইবনে বাযের ফতোয়ায় এসব কিতাব সম্পর্কে ওয়াজিব কী?

ক. যত্ন করে সংরক্ষণ | খ. সতর্ক থাকা ও ধ্বংস করে ফেলা

2. ইলমের তালিবের জন্য এসব কিতাব পড়া সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয | খ. বৈধ নয়

3. হাদীস অনুযায়ী নক্ষত্র থেকে বিদ্যা আহরণকারী কী আহরণ করে?

ক. জাদুরই একটি শাখা | খ. একটি উপকারী বিদ্যা

4. ইবনে জিবরীন যার হাতে কিতাবটি পড়ে গেছে তাকে কী করতে বলেছেন?

ক. বিক্রি করতে | খ. পুড়িয়ে ফেলতে

5. ইসলাম ওয়েবের উত্তরে কিতাব ধ্বংসের সর্বোত্তম উপায় কী?

ক. নিজের কাছে যত্নে রাখা | খ. কুচি কুচি করে কেটে ও ছিঁড়ে ফেলা

6. প্রশ্নে উল্লিখিত দুই কিতাব কেনা সম্পর্কে ফতোয়ায় কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয নয় | খ. জায়েয

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

তৃতীয় ঘটনা: কিশোর যুবক এবং شمس المعارف الكبرى কিতাব!!!

আমার বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল; হঠাৎ শুনি এক নারীকণ্ঠ — বয়সে যিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। তিনি কথা বলছিলেন এবং আমার কাছে নিজের অবস্থার অভিযোগ করছিলেন। তিনি তাঁর এক ছেলের কথা বলছিলেন, যার বয়স দ্বিতীয় দশকে। তিনি বললেন: সে ছিল এক কিশোর যুবক, সৎ ও আমার প্রতি অনুগত। আমি সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তার জন্য দোয়া করতাম — তার সদাচরণ ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার কারণে। কিন্তু হঠাৎ সব বদলে গেল; সে একা হয়ে গেল, কারও সঙ্গে কথা বলে না, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে; তার আচরণ, তার কাজকর্ম ও অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার — সবই বদলে গেছে। প্রকৃত ব্যাপারটা কী, আমি জানি না — তার কী হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমার ঈমান মহান এবং তাঁর ওপর আমার আস্থা অবর্ণনীয়ভাবে দৃঢ়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পর আমি আপনারই আশ্রয় নিয়েছি; আশা করি আমার এই সমস্যার একটি সমাধান পাব।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

শামসুল মাআরিফ নিয়ে ইন্টারনেটে বর্ণিত ঘটনাবলি (শেষাংশ)

আমি তাকে শান্ত করলাম, তার ভয় দূর করলাম, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম এবং ধৈর্য ধরতে ও সওয়াবের আশা রাখতে বললাম। এরপর ওই যুবকটির বিষয়ে খোঁজখবর চালিয়ে যাওয়ার পর পরে স্পষ্ট হলো যে, সে এমন একটি কিতাব পড়ে ফেলেছিল যাকে জাদু ও ভেল্কিবাজির সবচেয়ে ভয়ংকর কিতাবগুলোর অন্যতম গণ্য করা হয় — আর সেই কিতাবটি হলো (শামসুল মাআরিফিল কুবরা)। সে ওটি পড়েছিল, ফলে তার যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল। এরপর ধারাবাহিক কয়েকটি রুকইয়াহ শরইয়্যাহর বৈঠকের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করার অনুগ্রহ করলেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

চতুর্থ ঘটনা: এই কিতাবটির কথা আমি শুনেছিলাম ছোটবেলায়, অর্থাৎ প্রায় ২০ বছর আগে। এরপর আমাদের এক প্রতিবেশী সেটি সংগ্রহ করে এবং পড়ে। তারপর সেই সময় থেকেই সে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমি শুনেছি, সে কিতাবটি পড়েছিল কিন্তু শেষ করতে পারেনি, আর কুরআনের বেশি কিছু তার মুখস্থও ছিল না। আমি এ-ও শুনেছি যে, এটি পাঠ করলে অবাধ্য জিনরা হাজির হয়; আর তুমি যদি দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন না হও এবং আয়াত ও যিকর দিয়ে সুরক্ষিত না থাকো, তবে পাগল হয়ে যাবে। কথা অনেক আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, এটিকে জাদু ও ভেল্কিবাজির জগতে প্রবেশের পথনির্দেশক কিতাব গণ্য করা হয়, এবং ইয়েমেনে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পঞ্চম ঘটনা: আর আল-বূনীর লেখা শামসুল মাআরিফিল কুবরা কিতাবটির কথা বলতে গেলে — সেটি আমার কাছে আছে, এবং এই অলক্ষুণে কিতাবটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের এক সদস্যের কিছু ঘটনা ঘটেছিল। হ্যাঁ, এখানে দুটি বিষয়ের প্রতি আমি ইঙ্গিত করতে চাই:

1. কিতাবটির বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলতে গেলে, এর শ্রেণিবিন্যাস নিঃসন্দেহে "পরীক্ষিত ও কার্যকর জাদুর কিতাব"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং অনেকেই এটিকে এই ক্ষেত্রের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কিতাব মনে করে। এখানে আমি এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করতে চাই যে, যে ব্যক্তি এই কিতাব নিয়ে কাজ করতে চায়, তার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে — তবেই সে কাঙ্ক্ষিত ফল পাবে। কাজেই তুমি যদি এই শর্তগুলো না জানো, তবে জাদু তোমার ক্ষেত্রে কাজ না করলে কিতাবটিকে দোষারোপ কোরো না!
2. বেশ, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এসব বিষয় নিয়ে যে কাজ করে তাকে কী কী বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কেননা প্রত্যেক হৃদয় সেই দৃশ্য সইতে পারবে না যা সে দেখবে। এ ছাড়া আরও আছে — আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য, এবং হাজির করার পর বিদায় করার পদ্ধতি জানা আবশ্যক। ইত্যাদি।

এই সবকিছু থেকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বের করতে চাই — আর তা হলো, আমরা কেন এসব আঁকাবাঁকা পথের আশ্রয় নিই? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য? নাকি ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য? প্রয়োজন পূরণের জন্য? রিযিক বাড়ানোর জন্য? হারানো জিনিস ফিরিয়ে আনার জন্য? ... ইত্যাদি।

ষষ্ঠ ঘটনা: আপনারা তো শামসুল মাআরিফ কিতাবটি চেনেন — এটি ভেল্কিবাজি ও জাদুর কিতাব। একদিন আমার ভাইয়ের এক বন্ধু সেটি নিয়ে এল। সৌভাগ্যক্রমে সে কিতাবটির প্রথম পাতাগুলো ছিঁড়ে বাদ দিয়েছিল, কারণ যে-ই সেগুলো পড়ে তার সামনে জিনরা বেরিয়ে আসে — আল্লাহ আমাদের তাদের থেকে রক্ষা করুন। যা হোক, কিতাবটি খুব পুরোনো ছিল, এমনকি অদ্ভুত সুতো দিয়ে সেলাই করা ছিল। যখন আমি এটি পড়লাম, বিস্ময়কর জিনিস পড়লাম; এতে অনেক কিছু আছে — জিনদের নাম (আল্লাহ আমাদের তাদের থেকে রক্ষা করুন), কীভাবে তাদের হাজির করতে হয়, আর অদ্ভুত সব নকশা ও আকৃতি, যেগুলোর মাঝে গ্রহ-নক্ষত্রের নামও রয়েছে...। আমার ভাই কিতাবটি নিয়ে আসার প্রথম দিনই, সেই দিনই বিকেলে আমরা বাড়ির বাইরের বাগানে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন লোক আসছে।

আমার ভাই ও আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলল, "যাও তো, দেখো কে আসছে।" আমি গেলাম, আর কাছ থেকে তাকে দেখামাত্রই আমি আঁতকে উঠলাম এবং তার ভীতিকর চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সত্যিই তার চেহারা ছিল ভয়ংকর ও খুবই অদ্ভুত, চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসা, হাসি ছিল ধূর্ত। যা হোক, সে হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে সালাম বিনিময় করল। আমার হাত তার হাত স্পর্শ করামাত্রই আমি এমন এক অদ্ভুত অনুভূতি পেলাম যে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলাম, আর তার হাতে এক শীতলতা অনুভব করলাম।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, ততক্ষণে আমার ভাই এসে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করল। আমার ভাইও তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল, তবু সে স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল। আর যখন আমি তার পায়ের দিকে তাকালাম, সত্যিই সেগুলো খুবই অদ্ভুত ছিল — বড় এবং সামনের দিক থেকে ফোলা, অথচ সে ছিল বেঁটে। এমনকি আমার ভাইও ব্যাপারটি লক্ষ করেছিল এবং আমাকে বলেছিল। যা হোক, এই অদ্ভুত লোকটি সদকা চাইতে এসেছিল, আমরা তাকে দিলাম। এরপর আমরা প্রতিদিনই তাকে মসজিদের কাছে বা সুপারমার্কেটে দেখতে লাগলাম — সবগুলোই আমাদের কাছাকাছি। নিশ্চয়ই আপনারা এখন প্রশ্ন করবেন, তার সঙ্গে কিতাবটির সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। কিন্তু যখন আমার ভাই কিতাবটি তার মালিকের কাছে ফেরত দিল, তখন এই লোকটি উধাও হয়ে গেল, আর আমরা তাকে একেবারেই আর দেখিনি। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিলে আমাদের বলা হলো যে, সে জিনদের একজন ছিল — আল্লাহ আমাদের তাদের থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আর আমি প্রত্যেককে উপদেশ দিচ্ছি, কেউ যদি কোনোভাবে এই কিতাবটি হাতে পায়, সে যেন তা না পড়ে — পরিণতি এড়ানোর জন্য।

সপ্তম ঘটনা: সংক্ষেপে — একজন লোক লাইব্রেরিতে কিতাবটির ফটোকপি করাতে চাইল। বাস্তবেই যখন সে কিতাবটির ফটোকপি করা শুরু করল, প্রথমবারেই গ্লাসটি ভেঙে গেল, পাত্রটি আপনা-আপনি ভাঙল, আর আমার সামনেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল?? শুধু এই লাইব্রেরিটিতেই? আর বাকি সব লাইব্রেরিতে আলো স্বাভাবিকভাবেই আসছিল! বলা হয়, এই হীন কিতাবটির খাদেম আছে

জিনদের মধ্য থেকে! আমি এই কিতাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। সকল প্রশংসা আল্লাহর, আমি এটি কিনিনি। আর আমি নিজেই এর ভেতর থেকে অত্যন্ত বিস্ময়কর কিছু তিলিসম পড়েছি। আপনারা বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন — ১০০ বার চেষ্টার পর আমার বন্ধুর কাছ থেকে যেদিন আমি এটি বাড়িতে আনলাম, সেই প্রথম দিনেই আমার বন্ধু এমন এক ফোলা রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো যার কারণ জানা যায়নি? আর আমার অধিকাংশ বন্ধু ওই একই দিনে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল? এমনকি আমি তাদের ফোন করলে ফোন "ব্যস্ত" দেখাত? আর কিতাবটি ফেরত দেওয়ার পর যখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা অবাক হয়ে বলল যে ওই দিন বাড়িতে কেউই ছিল না, কারণ তারা একাই থাকে; তারা ভেবেছিল লাইনে গোলযোগ হয়েছে — অথচ আমি তাদের বহুবার ফোন করেছিলাম!

অষ্টম ঘটনা: এক ব্যক্তি ছিল চরিত্র, শিষ্টাচার ও জ্ঞানের দিক থেকে সর্বোত্তম মানুষদের একজন। কিন্তু আমি যেমন শুনেছি, সে এই কিতাবটি (শামসুল মাআরিফ) পড়ল এবং পাগল হয়ে গেল; সে এখনো আমাদের শহরে আছে। পায়ে হেঁটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তও হয় না!! — এই তিনটি ঘটনা ইন্টারনেটে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, আর আমি তা আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। শেষ কথা, শামসুল মাআরিফ কিতাবটি জাদুরই কিতাব হিসেবে থেকে যায় এবং নিঃসন্দেহে জাদুকরদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর একটি।

নবম ঘটনা: বোন স.ম — আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় বলব যা আমি জানি। আমি এমন একজনকে চিনি যে কিতাবটি পুরোটা পড়েছিল। সে বলে, সে দরজার সামনে একটি কালো বিড়াল দেখত। যা হোক, তাদের বাড়ির লাগোয়া অংশে তার একটি কামরা ছিল। যা হোক, সে বিড়ালটি দেখল, আর সে বলে যে ওই বিড়ালটি একটি সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করল। শেষমেশ সে কুরআন দিয়ে চিকিৎসাকারী শায়খদের একজনের কাছে গেল, তখন সেটি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং কসম খেল যে আর ফিরবে না।

দশম ঘটনা: এই কিতাবটিকে আমি খুব খুব খুব ভালোভাবে চিনি। আমি এটি আমাদের এলাকার এক লোকের কাছে দেখেছি, যে জাদু ও ভেল্কিবাজির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে পরিবারের একজনের ক্ষেত্রেও এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল —

কৌতূহল তাকে কিতাবটি পড়তে প্ররোচিত করেছিল, এমনকি সে খুব খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, সবকিছুকেই ভয় পেত। এরপর প্রায় ৭ বছর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকল, তারপর মারা গেল। .....

একাদশ ঘটনা: রূরিতা উত্তর দিয়েছে — শামসুল মাআরিফ কিতাবের রহস্য। জেনে রাখুন, কথাটি সঠিক। শামসুল মাআরিফ কিতাবের তিনটি ধরন আছে — সুগরা (ছোট), উসতা (মাঝারি) ও কুবরা (বড়)। আমি এমন একজনকে চিনি যে আমার খুবই প্রিয়, সে বারবার এই কিতাবটি পড়ত। একদিন সে পড়ছিল, এমন সময় তাকে মাটি থেকে ওপরে তুলে ফেলা হলো। এই কিতাবের লেখক জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী এবং এ বিষয়ে জ্ঞানী মানুষ; আর মূলত এতে যেসব তাবিজ-কবচ রয়েছে সেগুলো কালো জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বাদশ ঘটনা: আল্লাহর জন্য আপনাদের ভাই মুহাম্মাদ। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাকে হিদায়াত দেওয়ার আগে আমি এক জাদুকরের সঙ্গে কাজ করতাম। এই জাদুকর মানুষের ওপর জিনদের চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের সঙ্গে লেনদেন করার জন্য এই কিতাবটি ব্যবহার করত — আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই কিতাবটি জাদুকর ও ভেল্কিবাজরা ব্যবহার করে। আর যে ব্যক্তিই এই কিতাব ব্যবহার করে, আমি তাকে উপদেশ দিচ্ছি — সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করো।

ত্রয়োদশ ঘটনা: একদিন আমার বড় ভাই তার এক বন্ধুর কাছ থেকে এই কিতাবটি ধার নিল এবং বাবার অজান্তে গোপনে পড়তে লাগল। এরপর সে আমাকে বলত, "অদ্ভুত ব্যাপার! যখনই কিতাবটি ও পাতাগুলো খুলি, নতুন কিছু পাই আর সবকিছু বদলে যায়...।" সত্যি বলতে, আমি তাকে বলতাম, "হয়তো কিতাবটি তোমার মাথা নিয়ে খেলছে।" বিষয়টির অদ্ভুত দিক হলো, একদিন আমার ভাই ছিল না, আর বাবা দোকানে ঢুকলেন। তখন আমি কিতাবটি নিয়ে দ্রুত দোকানের গুদামে লুকিয়ে রাখলাম। হঠাৎ, বাবা যখন হিসাব দেখতে বসেছেন, আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম কিতাবটি তাঁর সামনে টেবিলের ওপর। বাবা যখন বিষয়টি জানলেন, তখন আমাদের নিয়ে দীর্ঘ ঝামেলা করলেন, কিতাবটি নিয়ে গেলেন এবং তাঁর এক বন্ধুকে — যিনি এক মসজিদের ইমাম — দিয়ে দিলেন, যাতে তিনি এটি থেকে মুক্তি পান।

চতুর্দশ ঘটনা: ওয়াফা — আসসালামু আলাইকুম। সকল মুসলমানের জন্য অন্তর থেকে একটি উপদেশ। এই কিতাব, যার রচয়িতা একে দ্বীনের আবরণে মুড়ে দিয়েছে এবং কুরআন ও তার আয়াত দিয়ে সাজিয়েছে — উপদেশ, উপদেশ, উপদেশ, উপদেশ: এটি থেকে একেবারে দূরে থাকুন এবং এতে কিছুই পড়বেন না। বহু বছর আগে কারও কাছে না চাইতেই এটি আমার কাছে এসেছিল, আর যেহেতু আমি খুবই কৌতূহলী, আমি পুরোটাই পড়ে ফেলেছিলাম। পড়ার পর, এর ভেতরে কী আছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেই আমি নিয়ত করলাম যে "আল-আযীমাতুল কুবরা" নামের অংশটিকে ৪০ দিনের জন্য আমার দৈনন্দিন ওয়িরদ বানাব। আর যখন তা করলাম, ১১ বছরের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে গেল। যে-ই আমার ক্ষতি চাইত

তার শুধু কামনা করাই যথেষ্ট হতো, আর তার কামনা পূর্ণ হয়ে যেত। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আমার ঘর জাদুতে ভরে গেল, জাদুকররা এবং যারা আমার ওপর জাদু করতে চাইত তারা আমাকে ঘিরে ফেলল। সকল প্রশংসা আল্লাহর — আমার রব আমাকে নিজে নিজের চিকিৎসা করতে সাহায্য করলেন; আমি সব চিকিৎসাই স্বপ্নে দেখতাম, আর আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। এমনকি আমার শরীরে বা ঘরে যারা বাস করত, তারা চলে যাওয়ার সময় আমি তাদের প্রত্যেককে অনুভব করতাম। আমি আমার এই কথা বলছি এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি একটি হরফ বা একটি শব্দেও মিথ্যা বলিনি। আমি চাই আপনারা এটি থেকে একেবারে দূরে থাকুন...। আমি আমার উপদেশটি এখানে এর পাঠকের কাছে আমানত হিসেবে রেখে গেলাম, আর আল্লাহর কাছে নিজের ও মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করছি। — ওয়াফা

পঞ্চদশ ঘটনা: খালিদ বলে... আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা! আমি খুব পুরোনো একটি গ্রামে বাস করতাম। কালের পরিক্রমায় গ্রামটি জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, গ্রামের প্রান্তে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। আমি আমার দাদার সঙ্গে ছিলাম, যিনি এই কিতাবটি কেনার জন্য নানা দেশ সফর করেছিলেন। এরপর তিনি সেই কিতাবটি নিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর নিয়ত ছিল প্রাকৃতিক চিকিৎসায় দক্ষ হয়ে গ্রামের গরিব মানুষদের সাহায্য করা ও তাদের

চিকিৎসা করা। এক রাতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভয়ে আমি তাঁর পাশে ঘুমিয়ে ছিলাম — তখন আমার বয়স সাত — আর তিনি কিতাবটি পড়ছিলেন। ভূমিকম্পের মতো এক কাঁপুনিতে আমি আঁতকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম; তবে সেই কম্পনের সঙ্গে ছিল কাছে আসতে থাকা এক বিরাট পাথরের শব্দ,

যা সেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছিল যার ঢালে বাড়িটি বানানো হয়েছিল। আমার দাদা দ্রুত আমাকে টেনে বাইরে বের করলেন, আর আমরা বেরোনো মাত্রই সেই পাথরটি বাড়ির ছাদের ওপর পড়ল। আতঙ্ক আমার ছোট্ট বুকটাকে ভরে রাখল, আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী ঘটছে। সেই সময় থেকেই দাদা অভিশপ্ত কিতাবটি লুকিয়ে ফেললেন। এরপর যখন আমি পূর্ণ পুরুষ হলাম এবং ঘটনাটি জানলাম — যা তখনো আমার মনে গেঁথে ছিল — আমি তাঁর কাছে সেই কিতাবটি চাইলাম, কারণ যৌবনের উদ্দীপনা আমাকে দুঃসাহসিকতার দিকে টানছিল। তিনি আমাকে ঘটনাটি বলার পর, কিতাবের "খাতিম"গুলো থেকে যা ঘটবে তা এমন ভয়াবহভাবে আমার সামনে তুলে ধরলেন — বিশেষত শেষ খাতিমটিতে নাকি আমার কাছে একটি সাপ আসবে যা আমাকে গলা পর্যন্ত গিলে ফেলবে; তখন আমি যদি ভয় পাই তবে সেটিই আমার শেষ, আর যা ঘটবে তাতে যদি ভয় না পাই তবে তারা আমার খাদেম হয়ে যাবে। শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলাম। দাদা এখনো কাউকে জায়গা না জানিয়ে সেটি লুকিয়ে রেখেছেন, আর আমি চাই সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। কারণ সফল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তই হলো তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে এবং এমন সব কাজ করবে যেগুলোর সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে শিরক ও কুফর। একে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং জিনের জগতে প্রবেশ না করে সুন্দর জীবন উপভোগ করুন।

আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন — খালিদ। ০১ অক্টোবর, ২০০৯; ০৮:১৬ পূর্বাহ্ণ

ষোড়শ ঘটনা: সে বলে... আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার মনে আছে, একবার আমার মায়ের স্বামী তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে সেটি আমাদের এনে দিয়েছিলেন। আমি ও আমার বোন বসে তাতে পড়তে লাগলাম। আমার মায়ের স্বামী যখন আমাদের দেখলেন, বললেন, "এটি পোড়ো না, তোমাদের পাগলামি ধরবে।" তবে আমি ও আমার বোন এর পাঠ চালিয়ে যাইনি, কারণ এতে যেসব কথা আছে তা ভয় ধরিয়ে দেয় — পুরোটাই হরফ, তিলিসম আর অদ্ভুত সব নকশা।

সপ্তদশ ঘটনা: আবদুল ফাত্তাহ বলে... একদিন আমার ভাই এই কিতাবটি নিয়ে এল এবং একা নিজের কামরায় বসে কিছুক্ষণ এর পাতা উল্টাতে লাগল। যা হোক, হঠাৎ আমরা তার চিৎকারের আওয়াজ শুনলাম, আর সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড শব্দ — যেন কেউ দেয়ালে আঘাত করছে। আমরা যখন দরজা খুললাম, দেখলাম সে দেয়ালে মাথা ঠুকছে আর কিতাবটি তার সামনে খোলা। আমরা কিতাবটি বন্ধ করামাত্রই সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছিল। সে বলল, "আল্লাহর কসম, জানি না। শুধু অনুভব করছিলাম আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, আর দেয়ালে না ঠুকলে ব্যথা থামছিল না।" সেদিন থেকেই সে কিতাবটি ফেরত দিয়ে দিল এবং কসম খেল যে আর কখনো এটি খুলবে না। ০৮ ডিসেম্বর, ২০০৯; ০৩:৪১ অপরাহ্ণ

অষ্টাদশ ঘটনা: মুহান্নাদ বলে... আমার চাচা নিছক কৌতূহলবশত এই কিতাবটি পড়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত পড়েননি — মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা, শেষ করেননি। কারণ তিনি অদ্ভুত কিছু অনুভব করেছিলেন — কিতাব ও তার কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে। অবশ্যই তিনি কৌতূহলবশতই পড়েছিলেন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হয়েছিল চড়া। এরপর প্রতিদিন হলো — যখনই তিনি ঘুমাতেন, ঠিক যেন ফরয নামাযের মতো নিয়মিত, স্বপ্নে অদ্ভুত কিছু দেখতেন: এমন এক সত্তাকে দেখতেন যার বিরাট বড় চোখ, আর যেমনটি এক ভাই বলেছেন — ধূর্ত হাসি; আর সে একটি সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসত। তার চেহারা এতটাই ভয়ংকর ছিল যে আমার চাচা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে করতে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন — অথচ তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, বয়সে ছোট নন। প্রতি রাতেই ঘুমানোমাত্র তিনি এই দৃশ্য দেখতেন, আতঙ্কে জেগে উঠতেন এবং ফজরের আযান পর্যন্ত জেগে থাকতেন; এরপর ঘুমাতে পারতেন। যা হোক, তিনি এক শায়খের কাছে গেলেন। শায়খ কিতাবটি পড়ার জন্য আমার চাচাকে ভুল সাব্যস্ত করলেন, এরপর তাঁকে কিছু দুআ দিলেন যেগুলো তিনি নামাযের পর পড়বেন; আর দুআ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনেক রাকআত ও সুন্নত নামায পড়তেও বলতেন — যতক্ষণ না তাঁর অবস্থার উন্নতি হলো, আলহামদুলিল্লাহ। তাই হে ভাইয়েরা, এ ধরনের কিতাবের

কোনো প্রয়োজন নেই, এমনকি কৌতূহলবশতও নয়; কারণ এতে কোনো উপকার নেই। আল্লাহ এর অনিষ্ট আমাদের ও আপনাদের থেকে দূরে রাখুন।

ঊনবিংশ ঘটনা: হে ভাইয়েরা, মহান আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলছি না। আমি আজ কিতাবটি খুঁজতে বসেছিলাম এবং দেখতে চাইছিলাম এর ভেতরে কী আছে — নিছক কৌতূহল। কিন্তু যখনই আমি যা চাইছিলাম সেখানে পৌঁছাতাম, ডিভাইসটি আটকে যেত এবং আমার সামনেই বন্ধ হয়ে যেত। আমার সঙ্গে এমন হয়েছে প্রায় ২ বা ৩ বার, ঠিক মনে নেই। উল্লেখ্য, আমি ডিভাইসে কুরআন চালু রেখেছিলাম। আর যখন আমি এতে পড়ছিলাম, অনুভব করছিলাম আমার চোখ ও মাথা ব্যথা করছে।

বিংশ ঘটনা: এই কিতাব এমন এক কিতাব, যে এতে ঢোকে সে আর ফেরে না। আমার বন্ধুর বাবা এই কিতাবের কারণে মারা গেছেন। তিনি কিতাবটি একটি লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিলেন — বুঝি না, এ ধরনের কিতাব লাইব্রেরিতে কীভাবে রেখে দেয়! প্রথম পাতাগুলো পড়ার সময় যেন উপস্থিত হলো?? — আমি আর সম্পূর্ণ করতে চাই না। এরপর তিনি বিছানায় পড়ে গেলেন, চিকিৎসায় সাড়া দিলেন না এবং কাউকে তাঁর রোগের কথা জানালেন না। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলো, কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি খাননি, পান করেননি, ঘুমাননি। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম; তিনি কোনো কথা না বলে ভয়ংকরভাবে হাসতেন। এমনকি ডাক্তাররাও তাঁকে ভয় পেতেন। সমস্যা হলো তিনি খেতেন না, পান করতেন না, গ্লুকোজের ওপর বেঁচে ছিলেন, নড়াচড়াও করতে পারতেন না। মূল সমস্যা ছিল তাঁর সেই ভয়ংকর হাসিতে। কোনো শায়খই তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না; প্রত্যেক শায়খই আসতেন, তারপর দৌড়ে পালাতেন, চিৎকার করে বলতেন "আউযু বিল্লাহ"। আরও অনেক শায়খ অস্বীকার করলেন এবং তাঁকে ভয় পেলেন — শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন। সমস্যা হলো, এই লোকটি

কেবল চোখ দিয়ে কিতাবটি পড়তেন, এর কিছুই প্রয়োগ করেননি। তাহলে জিনরা কীভাবে জানল যে তিনি ওই সময় কিতাবটি পড়ছেন, আর কেন তারা তাঁর ক্ষতি করল? ১০ মার্চ, ২০১১; ০৯:৩৩ অপরাহ্ণ

একবিংশ ঘটনা: সে বলে... আপনাদের খাদেম.....। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরুতেই আমি সকল ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করছি — যার কাছে এই কিতাব আছে, সে যেন যত দ্রুত সম্ভব এটি নিজের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে। (কারণ এই কিতাবটি আমার কাছে ছিল এবং আমি এটি কেবল মাসূর দুআগুলোর জন্য ব্যবহার করতাম; এতে ভয়ংকর সব দুআ ছিল।) আর আমি সকল ভাইয়ের কাছে কামনা করি, তারা যেন দ্রুত এটি থেকে মুক্তি পায়; কারণ এই আশ্চর্য কিতাবটি নিয়ে আমার সঙ্গে একটি ঘটনা ঘটেছে, যা নিম্নরূপ:

আমার এক বন্ধু আমাকে জানাল যে, তার অতিবৃদ্ধ মায়ের কাছে ৫০ বছর ধরে একটি জাদুর কিতাব আছে; তিনি তাঁর সন্তানদের জানিয়েছিলেন যে এটি একটি অভিশপ্ত কিতাব — এটি তাদের চাচা (অমুক)-কে পাগল করে দিয়েছে। এরপর তিনি সেটি এক ইয়েমেনি বন্ধুকে দিয়েছিলেন; ১৫ দিন পর লোকটি পাগল হয়ে মারা যায়। তারপর সেটি এক ইরানি লোককে দেওয়া হয়; সাত দিন পর সেই লোকটিও পাগল হয়ে যায় এবং তাকে ইরানে ফেরত পাঠানো হয়, আর আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কারের তিন বছর পর সে মানসিক হাসপাতালে মারা যায়। .....তখন আমি তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম যে এক-দুই দিনের জন্য কিতাবটি ধার নেব। তারা আমাকে জানাল যে তারা তাদের বাবাকে ভয় পায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে কিতাবটি দিল। এটি ছিল প্রকৃত পুরোনো সংস্করণ, যা নতুন সংস্করণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন (লেবানন সংস্করণ

'৮৫)। আর এই নতুন কিতাবটি পুরোনো সংস্করণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (পুরোনো কিতাবে অনেক খণ্ড এবং নানা রকম ভয়ংকর বিদ্যা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ "আল-হানফানতরিয়্যাত" বিদ্যা এবং ফেরাউনদের বিদ্যা — যা নতুন সংস্করণে নেই।) যা হোক: আমি কিতাবটি নিলাম এবং পাতায় পাতায় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলাম, শেষে ভয়ংকর সব বিদ্যায় গিয়ে পৌঁছালাম — যেমন অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা, ভূমি সংকোচনের বিদ্যা এবং ভয়ংকর গুপ্তবিদ্যা। আমি কিছুই করিনি, কেবল দেখে যাওয়াতেই ক্ষান্ত থাকলাম, কিছুই প্রয়োগ করলাম না। কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম

না, শেষে সহজ কিছু জিনিস প্রয়োগ করতে শুরু করলাম — যেমন রিযিকের জন্য পাঠ ও ভাগ্য বৃদ্ধির জন্য পাঠ; আর আমি বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় দেখলাম।

এরপর আমার ভাই সেটি দেখল এবং আমার অজান্তে আমার পদ্ধতির চেয়ে ভিন্নভাবে সেটি নিয়ে কাজ করল। শেষে আমি দেখলাম আমার ভাই শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, তার মাথার চুল পাকতে শুরু করেছে ও রং গাঢ় হয়ে যাচ্ছে, আর সে অনুভব করছে তার মুখ যেন পুড়ছে। তখন আমি তার কাছে কিতাবটি চাইলাম। সে আমাকে জানাল যে, চল্লিশ দিন ধরে পাঠের মাধ্যমে সে জিনদের এক বাদশাহর সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিল; এরপর সেই বাদশাহ তার সামনে বেরিয়ে এসে তাকে কিছু কথা বলেছে (.....)। আর বলেছে, বর্তমানে জীবিত কারও জন্যই এসব কিতাবে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়, কারণ এগুলোতে জাদুর তিলিসম রয়েছে। এসব কিতাবে এমন কিছু নাম আছে যেগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলানো মাত্রই সেই নামের অধিকারী হাজির হয়ে যায়; আর যদি হাজিরও না হয়, তবু সে জেনে যায় যে তার নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি

তার নাম উচ্চারণ করেছে তার দিকে মনোযোগ দেয়। সেই ব্যক্তি যদি দুর্বল হয় বা খেলাচ্ছলে করে থাকে, তবে সে দূর থেকে তার ওপর ফুঁ দেয়, ফলে শরীরে ব্যথা হয়, মাথার চুল সাদা হয়ে যায় এবং সেই খেলাচ্ছলে কাজ করা ব্যক্তির রক্ত জ্বলে যায়। যা হোক, আমার ভাইয়ের বিষয়টি — কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর — আমরা তার চিকিৎসার জন্য এক বড় ও ভয়ংকর "রূহানী" ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গেলাম। (তিনি অবস্থা উদ্‌ঘাটন করামাত্রই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিতাবটি এখন কোথায়?" আমি তাঁকে জানালাম যে সেটি আমার কাছে রক্ষিত। তিনি বললেন, "এখনই এটি থেকে মুক্তি পেতে হবে।" আর তিনি আমাদের জানালেন যে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন, কারণ জিনরা আমাদের কেবল বন্দি করেই ক্ষান্ত থেকেছে, আমাদের নিঃশেষ করে দেয়নি।) তিনি আমাদের একটি চিকিৎসা দিলেন, যা আমার ভাই ১৯৯৩ সাল থেকে আজ ২০১১ পর্যন্ত নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে; আর সে এখনো দুর্ভাগ্য এবং নিজের ও তার সন্তানদের নানা রোগে ভুগছে।

এই ঘটনার পর আমার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বিষয়টি শুনল এবং কিতাবটি ধার নিতে চাইল (তখন '৯৩ সাল)। আমি তাকে জানালাম যে এটি বিপজ্জনক এবং আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ; আমি চাই না তার ক্ষেত্রেও তা ঘটুক। কিন্তু সে কিতাবটি নেওয়ার ব্যাপারে জেদ ধরল এবং আমাকে চ্যালেঞ্জ করল — সে নাকি অসাধারণ মানুষ, তার কিছুই হবে না। আমি তাকে কিতাবটি দিলাম.....। সাত দিন পর সে ফিরে এল — (এবং আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাকে চিনতেই পারিনি; তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর পাকা চুল দেখা দিয়েছিল এবং সে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল।) সে আমাকে কিতাবটি ফিরিয়ে দিল এবং আমাকে দোষারোপ করতে লাগল যে আমি তাকে সতর্ক করিনি; কিন্তু আমি তাকে বললাম, আমি তো সতর্ক করেছিলাম। আমি কিতাবটি নিয়ে সেই রূহানী লোকটির কাছে গেলাম; তিনি আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। ফলে আমি বাধ্য হয়ে কিতাবটি তার মালিকদের ফিরিয়ে দিলাম (আর কিতাবটি আজও তাদের কাছেই আছে)।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার সঙ্গে আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যেগুলো আমি উল্লেখ করতে পারছি না, কারণ আমি জানি কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত। আর আজও আমি এই ভুলের মাশুল দিয়ে যাচ্ছি — যে ভুলটি হলো, আমি এই কিতাবটি আমার ঘরে ঢুকিয়েছিলাম এবং আমার প্রিয়জনদের সেটি দিয়েছিলাম, ফলে তাদের কষ্টের কারণ হয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর আপনাদের ব্যাপারে বলতে গেলে, হে আমার ভাইয়েরা — সাবধান, সাবধান, হে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! কৌতূহল বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন আপনাকে টেনে এমন পরিস্থিতিতে না ফেলে। কারণ দুর্ঘটনা ও সমস্যা সবসময় তাদেরই হয় যারা নিজেদের ওপর অতিরিক্ত আস্থাশীল। (আল্লাহ আপনাদের হেফাযত ও তত্ত্বাবধান করুন। আমি চাই, যার কাছেই কিতাবটি আছে সে যেন তা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে বা যেকোনো উপায়ে এর থেকে মুক্তি পায়; কারও কাছে যেন তা বিক্রি না করে বা কাউকে না দেয় — কারণ এটি গোটা পরিবারকে নিঃশেষ করে দেয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন; তিনিই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী।)

দ্বাবিংশ ঘটনা: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহর কসম করে বলছি, আবারও আল্লাহর কসম করে বলছি — এই কিতাব পাঠ যে পড়বে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে: হয় সে পাগল হবে, নয়তো মারা যাবে এবং আতঙ্ক ও জাদুর চক্রে ঢুকে পড়বে; আর চিকিৎসা হবে অত্যন্ত কঠিন — আমি বলতে চাই না যে অসম্ভব। আমি কিতাবটি ইন্টারনেট থেকে নামিয়েছিলাম, কিন্তু আলস্যের কারণে, হরফগুলোর দুর্বোধ্যতা ও তার দুর্বোধ্য শব্দগুলোর কারণে পড়তে আলস্য বোধ করলাম। তবে আমি পাতা উল্টাচ্ছিলাম, কোনো কিছুতে মনোযোগ দিইনি। আমার এক সহকর্মী আমার কাছে সেটি চাইল, আমি তাকে একটি ফ্ল্যাশ ড্রাইভে দিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে জানলাম সে হাসপাতালে; সাড়াও দেয় না, জবাবও দেয় না, কথা বলতে অক্ষম, তার চুল সাদা হয়ে গেছে, আর তারা কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না — তিন মাস ধরে এখন পর্যন্ত সে কেবল একটি নিথর দেহ। আমি জানি না কী ঘটেছে, তবে সে ফ্ল্যাশ ড্রাইভটি নিয়েছিল এবং বলেছিল যে সে এসব জিনিস ভালোবাসে, রাত জেগে এগুলো নিয়ে বসবে, অবশ্যই এ থেকে তথ্য বের করবে ও দেখবে এতে কী আছে। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা এই অভিশপ্ত কিতাব থেকে দূরে থাকুন। ১০ মার্চ, ২০১১

বর্ণনাকারীদের উপদেশ

- [ ] কিতাবটি না পড়া
- [ ] কৌতূহলবশতও না পড়া
- [ ] একেবারে দূরে থাকা
- [ ] যার কাছে আছে, সরিয়ে ফেলা বা ধ্বংস করা
- [ ] কারও কাছে বিক্রি না করা, কাউকে না দেওয়া
- [ ] সময় ফুরানোর আগে আল্লাহর কাছে তওবা করা

ঘটনাগুলোর বর্ণনাকারীদের নিজস্ব উপদেশ

অবশেষে: এই কিতাবগুলো দেখার বিধান কী

প্রথম মত — যাঁরা বলেছেন যে এটি জায়েয নয়:

এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন: দেখা দুই প্রকার। এক প্রকার হলো নিছক দেখার আগ্রহ ও কৌতূহলের কারণে দেখা; এটি নিজে নিজেই হারাম এবং দর্শককে এমন পরিণতির দিকে টেনে নেয় যার শেষ প্রশংসনীয় নয়। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে বায রহিমাহুল্লাহর একটি ফতোয়া রয়েছে, যাতে তিনি এই কাজের অনুমতি দেননি।

আর এক প্রকার দেখা আছে যার আকীদা নিরাপদ — যেমন সেসব মুফতী ও কাযী, যাঁদের ক্ষেত্রে জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিচারিক রায় সঠিক হওয়ার জন্য দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে; তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ আলিমগণ; শরঈ ইলমের ছাত্রগণ; চিকিৎসাকারী রাকীগণ; হিসবার লোকজন (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারী); শরঈ তদন্তকারী ও গবেষকগণ; নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন (বিশেষত শুল্ক পুলিশ এবং সীমান্তে যাঁরা প্রতিটি হারাম ও ক্ষতিকর জিনিস তল্লাশি করেন — যাতে তাঁরা নাম বা বিষয়বস্তু দেখে জাদুর কিতাবকে অন্য কিতাব থেকে আলাদা করতে পারেন); মসজিদের ইমামগণ, ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষকগণ এবং কিছু নারী দাঈ — এঁদের জন্য সীমিত পরিসরে জাদুর কিতাব দেখা, যাতে এই জগতের কিছু গোপন দিক জানা যায় এবং জাদুকর ও ভেল্কিবাজরা যেসব পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে

সেগুলো থেকে সতর্ক করা যায়; বরং এ ধরনের কুফরি কিতাব দেখার প্রতি অনেকের কৌতূহলী আগ্রহের বিকল্প হিসেবে পাঠদান ও কোর্সের ব্যবস্থা করাও সম্ভব — এবং এর চেয়ে কম পর্যায়ের বিষয়ও।

আর আমার মত হলো, এসবের পরিবর্তে আমরা এমন কিতাব বা পুস্তিকা রচনা করব যেগুলো এই কিতাবগুলোর প্রকৃত রূপ উন্মোচন করবে, এতে যা আছে তার কিছু অংশ উপস্থাপন করবে এবং কুরআন, সুন্নাহ ও আলিমদের ফতোয়ার আলোকে তার সমালোচনা করবে। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কেননা ক্ষতি প্রতিরোধ করা কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য। (আর যে ব্যক্তি তাওহীদ জানে না এবং সালাফের আকীদা পোষণ করে না, তার জন্য দেখা মোটেই বৈধ নয়, কারণ সে অবধারিতভাবে পতিত হবে।) তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলগণও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

দেখার বিধান: প্রথম মত

দেখার ধরন	হুকুম
নিছক আগ্রহ ও কৌতূহলে	হারাম; ইবনে বাযের ফতোয়ায় অনুমতি নেই
যার আকীদা নিরাপদ, প্রয়োজনে	সীমিত পরিসরে; মুফতী, কাযী, ছাত্র, রাকী, ইমাম প্রমুখ
যে তাওহীদ জানে না	মোটেই বৈধ নয়
লেখকের মত	প্রকৃত রূপ উন্মোচন ও সমালোচনার কিতাব রচনা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
লেখকের নীতি	ক্ষতি প্রতিরোধ কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

আর তাঁরা জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন হাফিয ইবনে হাজারের বক্তব্য দিয়ে:

وفي المسألة خلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم

بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً، وإلا جاز للمعنى المذكور...

(এই মাসআলায় বহু মতভেদ ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা বিস্তৃত করার স্থান এটি নয়। কতিপয় আলিম দুটি কারণের যেকোনো একটির জন্য জাদু শেখার অনুমতি দিয়েছেন: হয় তার মধ্যে যা কুফর তা অন্য বিষয় থেকে আলাদা করার জন্য, নয়তো যে ব্যক্তি এতে পতিত হয়েছে তার থেকে তা দূর করার জন্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে আকীদার দিক ছাড়া আর কোনো আপত্তি নেই; কাজেই আকীদা যদি নিরাপদ থাকে, তবে নিছক কোনো বিষয় জানা নিষেধাজ্ঞা দাবি করে না — যেমন কেউ জানে মূর্তিপূজকরা কীভাবে মূর্তির পূজা করে। কেননা জাদুকর যা করে তার পদ্ধতি জানা তো কেবল একটি কথা বা কাজের বর্ণনা মাত্র, তা চর্চা করা ও তদনুযায়ী আমল করা থেকে ভিন্ন। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে — কেউ কেউ যেমন দাবি করেছেন — যদি তা কুফর বা ফিসকের কোনো প্রকার ছাড়া সম্পন্ন না হয়, তবে তা মোটেই হালাল নয়; অন্যথায় উল্লিখিত কারণে জায়েয...।)

ইবনে হাজারের ফাতহুল বারী, কিতাবুত তিব / বাবুস সিহর থেকে উদ্ধৃত।

ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি: দুই কারণ

অনুমতির কারণ	উদ্ধৃত বক্তব্য
কুফর আলাদা করার জন্য	আকীদা নিরাপদ থাকলে নিছক জানা নিষেধাজ্ঞা দাবি করে না
আক্রান্তের থেকে দূর করার জন্য	কুফর বা ফিসক ছাড়া সম্পন্ন না হলে মোটেই হালাল নয়; অন্যথায় জায়েয

কতিপয় আলিম দুটি কারণের যেকোনো একটির জন্য অনুমতি দিয়েছেন — ফাতহুল বারী থেকে

উপসংহার

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই পুস্তিকাটিকে প্রত্যেক সত্যান্বেষীর জন্য এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় পরিণত করেন, যে শামসুল মাআরিফ নামের এই কিতাবটির প্রকৃত রূপ জানতে চায়; আর তিনি যেন একে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ বানান, যারা — অনেকে যেমন দাবি করে — "সতর্ক দৃষ্টিলাভের" উদ্দেশ্যে কিতাবটি দেখতে চায়, অথচ কিছুকাল যেতে না যেতেই তারা এতে যা আছে তা প্রয়োগ করে বসে এবং ধ্বংসে পতিত হয়।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

হে আল্লাহ! আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখান এবং তা অনুসরণের তাওফীক দিন; আর আমাদের বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং তা বর্জনের তাওফীক দিন।

মূল গ্রন্থের এই পৃষ্ঠায় আরবি সূচিপত্র (الفهرس) রয়েছে; বাংলা সংস্করণের সূচি আলাদাভাবে তৈরি হবে বলে এখানে তা অনুবাদ করা হয়নি।

এক নজরে

- ★ নিছক কৌতূহলে দেখা হারাম — প্রথম মত
- ★ নিরাপদ আকীদার বিশেষ দায়িত্বশীলদের জন্য সীমিত পরিসরের দেখা
- ★ যে তাওহীদ জানে না, তার জন্য দেখা মোটেই বৈধ নয়
- ★ লেখকের মত: প্রকৃত রূপ উন্মোচনকারী ও সমালোচনামূলক পুস্তিকা রচনা
- ★ ক্ষতি প্রতিরোধ কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য
- ★ বর্ণনাকারীরা কিতাব থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন

যাচাই করুন

1. নিছক কৌতূহলে এসব কিতাব দেখা সম্পর্কে প্রথম মত কী?

ক. জায়েয | খ. হারাম

2. যে তাওহীদ জানে না, তার জন্য দেখা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সীমিত বৈধ | খ. মোটেই বৈধ নয়

3. ক্ষতি প্রতিরোধ সম্পর্কে লেখকের নীতি কী?

ক. কল্যাণ অর্জনের পরে | খ. কল্যাণ অর্জনের ওপর অগ্রগণ্য

4. লেখক দেখার পরিবর্তে কী রচনার কথা বলেছেন?

ক. প্রকৃত রূপ উন্মোচন ও সমালোচনামূলক পুস্তিকা | খ. কিতাবটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

5. ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি অনুযায়ী আকীদা নিরাপদ থাকলে নিছক জানা সম্পর্কে কী?

ক. সবসময় নিষিদ্ধ | খ. নিষেধাজ্ঞা দাবি করে না

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464